



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 2 Issue • 2 January, 2022, Sunday • ১৭ পৌষ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রাজ্যে আবারো করোনার ভ্রুকুটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় গত দু'সপ্তাহে ব্যাপক হেরফের হয়ে গেলে। দেখতে দেখতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এখন টিভির পর্দায় রিমোট ঘোরালেই, দেশ এবং পৃথিবী জুড়ে

৫ দিনে ৮১, ৩ দিনে ৪৫, ১০ দিনে ১০৩ জন আক্রান্ত

করোনা আক্রান্তের খবর নতুন ভাবে দেখা যায়। 'ওমিক্রন' কোথায় কতটা শক্তিশালী হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা মিনিটে মিনিটে দেখাতে থাকে একেবারেই খবরের চ্যানেল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে যেভাবে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তা রীতিমতো উদ্বেগের। কিন্তু রাজ্যবাসী এই উদ্বেগ মানবে তো?

প্রতিদিন নিয়ম ভাঙার খেলা জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে। একদিকে রাজ্যের নাগরিক, অন্যদিকে রাজ্য প্রশাসন।

গভীর রাতে মুখ্যসচিবকে স্বাস্থ্যসচিবের জরুরি চিঠি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। শনিবার গভীর রাতে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে কোভিডের নয়। ডায়রিস্ট তথা ওমিক্রন নিয়ে নির্দেশিকা পাঠালো কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে স্বাস্থ্য সচিব নিজে স্বাক্ষর করে চিঠিটি পাঠিয়েছেন রাজ্যে। স্বভাবতই, সেই চিঠি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিবের কাছেও প্রতিলিপি হিসাবে এসে পৌঁছায়। মোট ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ লিখে যে চিঠিটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'পাতার চিঠিতে প্রায় ৫২ লাইনের চিঠিটি শনিবার গভীর রাতে রাজ্যে এসে পৌঁছানোর পরেই বিষয়টি নিয়ে মহাকরণে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি ছুটিতে থাকেন, তাহলে তা বাতিল করে কাজে যোগ দেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে অ্যান্ডুলেস পরিষেবা এবং হাসপাতালগুলোকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সকলের মধ্যেই করোনা বিধিকে উল্লেখ করার খেলা শুরু হয়ে গেছে। সরকারি তথ্য বলছে, গত দশ দিনে রাজ্যে মোট ১০৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সংখ্যা নেহাত কম নয়। গত দু'বছর ঠিক এমনভাবেই রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা ধরা পড়তো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মোট আক্রান্তের সংখ্যায় ব্যাপক রদবদল হয়ে যেত। এবারেও কি সেই বিষয়টি শুরু হয়ে গেল? তথ্য বলছে, গত ২৩ তারিখ থেকে নতুন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত রাজ্যে যে ১০৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের সিংহভাগ গত ৫ দিনে। গত ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন মোট সাত জন। তার পরের দিন আরো সাত জন। ২৫ ডিসেম্বর বাড়দিন ছিলো। সেদিন রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্ত হন ৬ জন। তার পরদিন অর্থাৎ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রতিবাদী কলম ও পিবি-২৪ চ্যানেল'র সম্পাদক অনল রায় চৌধুরীকে ফোনে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সব কর্মী, তাদের পরিবার, সম্পাদক ও তার পরিবার এবং পত্রিকার পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের ইরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সারাটি বছর সুস্থভাবে, নিরাপদে কাটার কামনা করেছেন। প্রতিবাদী কলম ও পিবি-২৪ চ্যানেল'র সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করে তাকে, তার পরিবার, এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা উনার পরিবার ও পত্রিকার সব কর্মীকে পৌঁছে দিয়েছেন।

মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

প্রেস রিলিজ

সরকারি জমিতে অবৈধ দখলদারদের কোনোভাবেই প্রশ্রয় নয়। ত্রিপুরায় জমি মাফিয়া রাজ বরদাস্ত করা হবে না। এ ক্ষেত্রে আইনি পথে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার। শনিবার বড়জলাস্থিত বুদ্ধাবাস আপনাঘরে আয়োজিত সহায়ক সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আপনাঘরে অবস্থানরত মায়েদের মধ্যে শীতবস্ত্র-সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে রাজনৈতিক তকমা লাগিয়ে জমি দখলের অপপ্রয়াসকে



কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। যারা এই ধরনের অপপ্রয়াস করেবেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অসদুপায় অবলম্বনকারী বা যারা এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবেন, তাদেরকে জেলে পাঠানো ● এরপর দুইয়ের পাতায়

অনুবাদ শেষ হল না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। শিক্ষা দফতর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য বই অনুবাদের কাজ শেষ করতে পারল না। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ইত্যাদি চলার সময়েই বছরের শেষ দিন পর্যন্ত ডেপুটেশনে স্থল থেকে তুলে আনা আগরতলায় হয়েছিল শিক্ষকদের বই অনুবাদ করার কাজে। তাদের ডেপুটেশনের সময় আবার বাড়ানো হয়েছে। মোট নয়জন শিক্ষককে বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষাবরন-এ আনা হয়েছে, তাদের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এখানেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে। নয়জনের মধ্যে তিনজন পিজিটি, তিনজন জিটি, দুইজন ইউজিটি শিক্ষক, একজনের পাশে তিনি কোন্ স্তরের শিক্ষক, তা লেখা নেই। গোমতী জেলা থেকে আছেন সুপর্ণা চৌধুরী, সঙ্গীতা দেবনাথ, সিপাহিজলা জেলা থেকে আছেন পৌলমী ভট্টাচার্য, পিকি সরকার, দক্ষিণ জেলা থেকে আছেন বিধান দৌদ, অমরকৃষ্ণ রায়, সমীর মল্লিক, ধলাই জেলা থেকে আছেন ডঃ সোমনাথ ভৌমিক এবং উত্তর জেলা থেকে দীপা বণিক। তারা সব প্রি-প্রাইমারি সেলে ডেপুটেশনে আছেন। বছরের প্রথম দিনে ডিরেক্টর চাঁদনী চন্দ্রণ এই নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিম, দক্ষিণ, সিপাহিজলা, খোয়াই, গোমতী এবং ধলাই জেলার এডুকেশন অফিসারদের। পশ্চিম এবং খোয়াই জেলার কোনও শিক্ষকের নাম তালিকায় না থাকলেও সেইসব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদেরও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আক্রান্ত রাজ্যেন্দ্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। টাকার জলায় সমাজদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন জোট সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী এন সি দেববর্ম। মোহনপুর এসজিএম অফিসে দলের প্রার্থী সুহ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন ত্রিপ্রা মধ্য'র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস দলবিরোধী কথাবার্তা বলেন বলে বারো বারের আক্রান্ত হন। আর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এটা না হয় বিপক্ষ মন্ত্রীর উপর শাসকের ক্ষমতার জাহির বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তাহি বলে সরকারের মন্ত্রী কিংবা দলের নেতা-নেত্রীরা প্রকাশ্যে সমাজদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন তাতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির নগ্ন চিত্র প্রকাশ্যে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। এবার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা অদিতি ভট্টাচার্য দাশগুপ্ত। খোদ আগরতলা রেলস্টেশনে সমাজদ্রোহীদের দ্বারা তিনি এবং তার সঙ্গীরা লাঞ্চিত হয়েছেন বলে সামাজিক মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট দিয়েছেন। শাসক দলের প্রতাপশালী রাজ্য সম্পাদিকাও যদি আক্রান্ত হয়ে যান যা তাকে ফেসবুকে গিয়ে লিখতে হয় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আইন-শৃঙ্খলাজানিত ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখখুবড়ে জীবিকা প্রকল্প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্প'র টাকা পড়ে আছে, খরচ হচ্ছে না। টাকা খরচ না হলে পরের বার টাকা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পে জৈব চাষ ও সেই মত কৃষক সংগঠন করার জন্য টাকা আছে, আছে গাইডলাইন। ২০১৯ সালেই কেন্দ্র গাইডলাইন জানিয়ে দিয়েছে। দুই বছর পার হয়ে গেলেও সেই মোতাবেক বর্তনীয় কার্যকর কোনও কিছু'র ● এরপর দুইয়ের পাতায়

তৃণমূলের ভোজন রাজনীতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বিজেপির দেখানো পথ ধরেই রাজ্যে সাংগঠনিক বিস্তার ঘটতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল রাজনীতির ভিত্তিভূমি পশ্চিমবঙ্গ হলেও এবারই প্রথম তিনি দলের কোনও কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর এই সিদ্ধান্তের ফলে জোর জল্পনা রটে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড বিজেপিকেই নকল করতে শুরু

করেছেন। কারণ, রাজ্যে প্রথম মহাজনসম্পর্ক অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে এসে প্রথম জনতার মাঝে ঋণ্যমুখে পাতপিড়িতে বসে থিয়েছিলেন বিপ্লব কুমার দেব। সেই থেকে শুরু। এখনও তার জনসম্পর্ক অভিযান চলেছে এভাবেই। সেবারই প্রথম বিপ্লব কুমার দেব'র এমন রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখে তাকে রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ'র রাজনৈতিক নির্দেশ অনুসারী বলেও সেই সময় তুলে ধরেছিলো প্রতিবাদী কলম। সেই বিপ্লব কুমার

দেব বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অতশত গ্রাম থাকতেও রাজনীতির এমন সুযোগ থাকতেও হঠাৎ করে কেন তিনি ত্রিপুরায় দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে জল্পনা আর কল্পনা যাই থাকুক, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে পা রাখার দু'দিন আগেই আগরতলায় পা রাখবেন অভিষেক। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

INDIA'S LARGEST SELLING HERBAL BODY OIL

Hahnemann's
jac
OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL BODY OIL

ময়শ্চারাইজার নয়! আমার চাই বডি অয়েল!! 'জ্যাক অলিভল'

ORIGINAL
HL
PRODUCT

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক ঝুঁকে Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ড্রবজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদা, মনজিষ্ঠা, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাদের দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক। সম্পূর্ণ শরীরে হাল্কা মালিশে শরীরের সকল ব্যথা, গাঁঠির ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা দূর হয়। ছোটখাট পুড়ে যাওয়ায় খুবই কার্যকরী এবং ফোঁকা হতে দেয় না।

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

- শীতকালে ♡ স্নানের পরে
- গ্রীষ্মকালে ♡ স্নানের আগে

FOR SOFT, SMOOTH, GLOWING & HEALTHY SKIN

With Italian Olive Oil

jac
OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL BODY OIL

Net 200 ml

NOW IN NEW PACK

Manufactured with IMPORTED ITALIAN OLIVE OIL

Rashmoy Das
(AYURVEDA RATNA)
Creator of the Brand

jac
OLIVOL
BODY OIL

সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক

সোজা সাস্প্টা

মেয়রের ৭ দিন

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ঘোষণা দিয়েছেন আগরতলা শহরের রাস্তায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচলে যে সমস্ত বাধা আছে তা দূর করা হবে। ফুটপাথ দখল মুক্ত করা হবে। যানজট কমানো হবে। নতুন বছরের প্রথম সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে অবৈধ দখলকারীদের। তারপর পুর নিগম পথে নামবে। ইন্দিরা ভবন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিতর্কিত জমি দখলের পর মেয়রের সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা শহরের ফুটপাথ দখল মুক্ত হবে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে যে সমস্ত অবৈধ দোকান ও মিনি বাজার রয়েছে তাও তুলে দেওয়া হবে। মেয়রের এই ঘোষণার পর অবশ্যই শহরবাসী আগরতলা শহরকে জ্বরদখল মুক্ত দেখার আশা করতেই পারেন।
মাত্র সাতদিন। সুতরাং সাতদিন পর মানুষ নিশ্চয় নতুনভাবে এশহরকে দেখবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়রের এই ঘোষণা কি সত্যি কাজ করবে? না ইন্দিরা ভবন দখলের পর মানুষের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে এসব কথা বা এসব আশ্বাস দিলেন? তবে সাতদিন অপেক্ষার পরই বোঝা যাবে মেয়রের ঘোষণা সত্যি ছিল না এতে অন্য রাজনীতি ছিল। অবশ্য এশহর এখন হকার আর অবৈধ দখলকারদের দখলেই। মূল যে শহর সেই শহরে ফুটপাথ পুরোপুরি বেদখল। শুধু তাই নয়, কামান টোমহুনি, সূর্য টোমুহনি তো রাস্তা পর্যন্ত দখল। রাস্তা দখল করে ব্যবসা চলছে। পোস্ট অফিস টোমুহনি তো অস্থায়ী হোটেলে সব জায়গা দখল। সন্ধ্যার পর গোটা শহরের অধিকাংশ রাস্তা ফাস্ট ফুডের দোকানের দখলে চলে যায়। বাদ নেই সিটি সেন্টারের সামনেও। আইজিএম হাসপাতালের সামনে একই চিত্র। গোলবাজার বা বটতলার কথা বলে তো লাভ নেই। এখন অপেক্ষা, মেয়রের সাতদিন ঘোষণার ফলাফলের।

শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা সাত রাজ্যে, হতে পারে শিলাবৃষ্টিও!

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি।। দিল্লি-সহ সাত রাজ্যে আগামী ২৪ ঘণ্টায় শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আবহাওয়া দফতরের ভরফে সতর্ক করা হয়েছে। সঙ্গে থাকতে পারে অতি ঘন কুয়াশা। এছাড়াও আগামী অন্তত দুদিন পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নুনাশ তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিচ্ছিন্নভাবে শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

দাম কমল গ্যাসের সিলিভারের

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি।। বছরের শুরুৰ দিনই এই সুখবর।এক্সপায়র অনেকেপানি কমল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম। ১ জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার থেকেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম কমল ১০০ টাকারও বেশি। জাতীয় তেল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির তরফে জানানো হল, ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভার দাম ১০২ টাকা ৫০ পয়সা কমল। মূল্যহ্রাসের জেরে রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভার পাওয়া যাবে ১ হাজার ৯৯৮ টাকা ৫০ পয়সা। এমন ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খাবারের হোটেল, রেস্টুরী মালিকরা বছরের শুরুতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। তবে ঘরোয়া ব্যবহারের ১৪.২ কেজি এবং ৫ ও ১০ কেজির সিলিভারের মূল্য অপরিবর্তিতই থাকল। গত মাসের গোড়াতেই একলাফে ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম। ফলে গত ১ ডিসেম্বর থেকে দিল্লিতে ১৯ কেজির এই সিলিভারের দাম দাঁড়ায় ২ হাজার ২০০ টাকায়। যা ছিল এবারেরসঙ্গে সর্বোচ্চ। চড়া দামে রীতিমতো মাথায় হাত পুড়ে যায় রেস্টুরী মালিকদের। সেখান থেকে এবার অনেকেই কমল খায়। প্রসঙ্গত, প্রতি মাসে প্রথমদিনই বাণিজ্যিক ও ঘরোয়া সিলিভারের দাম ঝির করে জাতীয় তেল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি। পর্যালোচনার পর স্কিম হয়, গ্যাস সিলিভারের দাম বাড়বে নাকি কমবে নাকি অপরিবর্তিত থাকবে, তা নির্ধারিত হয়। গত ১ নভেম্বর যেমন বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম বেড়েছিল ২৬৬ টাকা। পূজোর আগেও বৃদ্ধি পেয়েছিল মূল্য। পাশাপাশি অতিমারী লাগবে দেশে জ্বালানি গ্যাসের নড়বড়ে আবারও বেড়েছে। তবে নভেম্বর উপান্নান শুদ্ধ কয়াল অনেকটা কমে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। আর এবার কমল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারও।

এসএসএ’র ইনক্রিমেন্ট!

● **তিনের পাতার পর** পারিশ্রমিক দেওয়ার বিষয়ে কাট-অফ তারিখ আবার বিবেচনা করা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ৫ জানুয়ারি সমগ্র শিক্ষার এগজিকিউটিভ কমিটির পরবর্তী মিটিং ডাকা হয়েছে। যদিও এই বিষয়গুলি মেমোতে সবার শেষের দিকের এজেন্ডা। প্রথম বিষয় হচ্ছে ২০২০-২১ সালে সমগ্র শিক্ষার সাফল্য,দ্বিতীয় আগামী বছরের পরিকল্পনা, তৃতীয় সমগ্র শিক্ষার আইটি সেল চালু করা।

পুলিশের শীর্ষস্তরে ৮ রদবদল

● **তিনের পাতার পর** ধরকে আইজি টিএসআর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেরি মারাককে ডিআইজি (এপি) হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশের সদর দফতরের ডিআইজি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রিন্সিপালকে। আইপিএস আর জিরকে রাও-কে দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের ডিআইজি’র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইজি (ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং ইন্সটিজেন্স) এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লালমোদা ডার্লংকে।

স্কুল যাওয়ার পথে ধর্মিতা ছাত্রী

● **তিনের পাতার পর** পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং পকসো আইনের ৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। সন্ধ্যার পরই পুলিশ অভিযুক্তের খুঁজে নেমেছে। বছরের প্রথম দিনে স্কুল ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গোটা এলাকায় অভিযুক্তের খুঁজে বাপক জ্ঞাপ্তি শুরু হয়েছে। রাত পর্যন্ত এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সুর্পকব্বরির এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ নামানো হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মিতা নাবািলকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে রাতে। রবিবার এই নাবািলকাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিতে হাজির করতে পারে পুলিশ।

সেমিফাইনাল

● **সাতের পাতার পর** বাচ্চা মেয়েকে ক্রিকেট মাঠে নামিয়ে দিলেই উন্নয়ন হয় না। এটা কবে বুঝবে টিসিএ। তবে বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, সেমিফাইনালে অন্তত একপেশে লড়াই হবে না। প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ বনাম ক্রিকেট অনুরাগী এবং দ্বিতীয় ম্যাচে চাম্পামুড়া বনাম খোয়াই পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

জয়ী কদমতলা

● **সাতের পাতার পর** দত্তরায় দুই অঙ্কের রান করতে সক্ষম হয়। কদমতলার হয়ে দুর্গাপ্ত বোলিং করে ৪টি উইকেট তুলে নেয় অভয় চক্রবর্তী। এছাড়া সন্দীপ দে, কার্তিক পাল এবং তাপস দাস নেয় ২টি করে উইকেট। জন্মাবে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয়। কার্তিক পাল এবং চিরঞ্জিৎ দাস ১২ রান করে। ডিসিসিসি-র হয়ে জ্যাক মালাকার তুলে নেয় ৩টি উইকেট। অভয় চক্রবর্তী-কে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

মৃতদেহ

● **আটের পাতার পর** - এডিসি ভিলেজে। ঘটনাস্থলে তার একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। ককবরক ভাষায় লেখা সেই সুইসাইড নোট। ধারণা করা হচ্ছে, ছাত্রী কোনও একটি বিষয় নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে এর পেছনে কি কারণ বুকিয়ে আছে তা এখন পুলিশ তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসতে পারে। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজনও ছুটে আসেন। তারা কোয়েলিকার মৃতদেহ দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। হোস্টেলের সহপাঠী এবং অন্য পড়ুয়ারাও এই ঘটনায় শোকাহত। পুলিশ এখন ঘটনার কি তদন্ত করে সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই। ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনার পেছনে হয়তো প্রেম সম্পর্কিত কোনও বিষয় থাকতে পারে।

যুবক উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** - দমকলের কর্মীরা। আহত যুবকও কথা বলতে পারছেন না। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, একটা গাড়ি হুট করে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেছে। ‘মার্ট সিটির ক্যামেরায় পুলিশ চাইলে সহজেই ওই গাড়িট উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু পুলিশ ‘মার্টসিটির ক্যামেরায় এইসব অপরাধ শনাক্ত করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র জরিমানার টাকা কিভাবে আদায় করা যায় এর উপরই সীমিত হয়ে আছে। কারণ টাকা আদায় ছাড়া ট্রাফিক পুলিশ এবং পুলিশ এখন আর কোনও লক্ষ্য নিয়ে কাজ কর তে পার ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

হিড়িক দামছড়ায়।

● **পাঁচের পাতার পর** মধ্যবর্তী স্থানে মূল সভুরের উপর সৌরলাইট চুরি হয়েছে অনেক আগেই। এভাবে ১৩টি ভিলেজের বিভিন্ন স্থান থেকে সৌর লাইট ও ব্যাটারি চুরির খবর আসলেও দেখার কেউ নেই। এডিসি’র ক্ষমতাসীন দল ত্রিপুরা মথার কর্মকর্তারা সৌরলাইট চুরির ঘটনা নিয়ে সোচার হলেও পুলিশ হুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দামছড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। ভুক্তভোগী মানুষ সৌর লাইট চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার এবং পানিসাগরের এসডিপিও’র দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৌর লাইটের চুরি যাওয়া ব্যাটারি উদ্ধার করে দামছড়ায় আইনের শাসন স্থাপনের দাবি করছেন।

বাংলাদেশি

● **পাঁচের পাতার পর** এপারে এসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভান্ডারো ক্রয় করার বায়না দিয়ে নানা গ্রামে অনাগোন্য করে আসছে। দীর্ঘ এক বছর ধরে ওপার থেকে এপার এসে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। এখন প্রশ্ন উঠছে, সোনামুড়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে কিভাবে সে আসা-যাওয়া করছে। অতদূর মিনিরাত অতদূর প্রহরীর মতো টহল দিচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা। পুলিশ যদি ঠিকঠাক মত তদন্ত করে তাহলে আসল রাস্তা বেরিয়ে আসতে পারে বলে অভিমত এলাকাবাসীর। এরকমভাবে আরো কোনো বাংলাদেশি এভাবে ওপার থেকে এপারে আসা-যাওয়া করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশের কাছে দাবি করছেন এলাকাবাসীরা।

এসপিও নিয়োগ নিয়ে মামলার প্রস্তুতি

● **তিনের পাতার পর** দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। একই কায়দায় এসপিও জওয়ানদেরও পার্টির তালিকা থেকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। মামলা হলে এই জওয়ানদেরও চাকরি থাকবে না বলে অনেকে মন্তব্য করছেন। খুব শীঘ্রই এসপিও জওয়ান নিয়োগ নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা হতে চলেছে। মামলার জন্য প্রস্তুতিও শুরু করেছেন বঞ্চিতরা। একই সঙ্গে আদালত খুললেই টিএসআর জওয়ান নিয়োগ নিয়ে মামলা হতে চলেছে। বঞ্চিত বহু যুবক-যুবতি মামলা করতে যাচ্ছেন।

সরাসরি প্রদান করা হয়েছে

● **তিনের পাতার পর** দিয়েছে। দেশ বর্তমানে হাইড্রোজেন মিশন এবং ইলেকট্রিক ভেহিক্যালের উপর কাজ করছে। পিএম কুসুম প্রকল্পে বিরাট সংখ্যক সোলার প্যানেল এবং সোলার পাম্প বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার প্রধানমন্ত্রী কিয়ান সন্ধানি নিধি (পিএম কিয়ান) প্রকটের আওতায় দশম কিস্তির যে আর্থিক সহায়তা কৃষকদের প্রদান করেছেন তাতে রাজ্যের ২,২৩,৮৩৩ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে আনুমানিক ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আঙ্ (এফপিও) দের ইকুইটি গ্র্যান্ট প্রদান করেছেন। রাজ্যে ৫টি এফ পি ও রয়েছে। এই ৫টি এফ পি ও হলো - জিরানিয়া ফার্মার প্রভিডিসার কোম্পানি, নলছড়া ভূমি ফার্মার প্রভিডিসার কোম্পানি, কাঁচালিয়া কৃষক কল্যাণ ফার্মার প্রভিডিসার কোম্পানি, জেলাই বাড়ির পিলাক ফার্মার প্রভিডিসার কোম্পানি এবং কাঁকড়াবনের এগ্রি ফার্মার প্রভিডিসার কোম্পানি। তারাও ইকুইটি গ্রান্ট পেয়েছেন।

নার্সিং হোমে রোগীর মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - কিন্তু অপারেশন শুরু হওয়ার পরই নার্সিং হোমের ডাক্তার এবং নার্সরা ঠিকভাবে কথা বলছিলেন না। একটু পরই দেখা যায় একজন চিকিৎসক ছুটে গেছেন অপারেশন টেবিলে। আমাদের বলা হয় রোগীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি। প্রায় মারা গেছেন বলেই ধরে নিতে হবে। এর কিছুক্ষণ পরই আমাদের বলা হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পুলিশ। এরপরই উর্ভেজিত হয়ে পড়েন মৃতের পরিজনরা। ভাঙুর চালানো হয় নার্সিং হোমে। অভিযোগ তোলা হয় চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে পুলিশ দাস নামে এই প্রবীণের। মৃতের ছেলের পরিবার দাবি, যদি চিকিৎসা করাতে না-ই পারেন তাহলে কেন অপারেশন করাতে গেলেন ডা. জীবন নাগ। অপারেশন না করলে আমরা অন্য জায়গায় নিতাম। ডাক্তার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের বাবাকে মেরে ফেললেন। আমরা এর বিচার চাই। আইনত মামলাও করবো। এদিকে ভাঙুর চলার সময়ই ছুটে আসে পূর্ব থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতের পরিজনদের সামাল দেন। ডা. জীবন নাগ জানিয়েছেন, রোগীর অপারেশনের আগে হৃদয়ে সমস্যা ধরা পড়েছিল। অপারেশনের আগেই মৃতের দুই ছেলে এবং মেয়েকে এই কথা জানানো হয়। তাও বলা হয়েছিল অপারেশন করতে গেলে জীবনের ঝুঁকি হবে। এসব কথা শোনার পরই তারা বড্ড স্বাক্ষর করেছিল। অপারেশন ঠিকভাবেই হয়েছিল। অপারেশন টেবিল থেকে রোগীর শয্যায় নেওয়ার সময় মারা যায়। আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছিলাম। একজন কার্ডিও বিশেষজ্ঞকেও আনা হয়েছিল। এভাবে অপারেশনের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এখানে গাফিলতির কিছু নেই। রোগীর পরিজনরা চাইলে মামলা করতে পারেন। উত্তেজনা পরিস্থিতির মধ্যেই পুলিশ মৃতের পরিজনদের সরিয়ে দেন। জীবন নাগ পুলিশের কাছে জানান, মৃত ব্যক্তিকে আইসিইউ-তে নেওয়ার দরকার হতে পারে বলে আমরা জানিয়েছিলাম। এইজন্য তাদের আইএলএস-এ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা অমার কাছেই অপারেশন করতে অনুরোধ করেছিল। এদিকে, যে রোগীর আইসিইউ-তে নেওয়া দরকার হতে পারে তাকে কিভাবে অত্যাধুনিক কোনও সুবিধা ছাড়া নিজের নার্সিং হোমে অপারেশন করতে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ডা. জীবন নাগের ভূমিকায়। এই ঘটনায় হৃদত্বের দাবি উঠেছে। তবে শহরে অত্যাধুনিক সুবিধা ছাড়া নার্সিং হোম গর্জিয়ে তুলতে যে স্বাস্থ্য দফতর উৎসাহ দিচ্ছে তারা কতটুকু সাহায্য করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অনুবাদ শেষ হল না

● **প্রথম পাতার পর** এই নির্দেশের কপি দেওয়া হয়েছে, উত্তর জেলার একজন শিক্ষক থাকলেও, তাকে কপি দেওয়া হয়েছে বলে নির্দেশে উল্লেখ নেই। নতুন ক্লাসের পড়ুয়াদের বই দেওয়া নিয়ে বামোলার অভিযুক্ত স্থল এবং পড়ুয়াদের আছে। সময়ে যাবে না পৌঁছানোর অভিযোগ আছে। এপ্রিল থেকে নতুন শিক্ষা বছর শুরু হয় যাওয়ার কথা। জানুয়ারি শেষ হয়ে গেলে হাতে থাকবে মাত্র দুই মাস। জানুয়ারির শেষ দিন পর্যন্ত অনুবাদের কাজ , তারপর ছাপা, প্যাকেট হয়ে স্কুলে স্কুলে পৌঁছানো।

স্বাস্থ্যসচিবের জরুরি চিঠি

● **প্রথম পাতার পর** ঢেলে সাজানোর বিষয়েও বিস্তারিত বলা হয়েছে সেই চিঠিতে। আর বসে থাকা যাবে না এবং যে কোনও সময় ওমিক্রন ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। এই সংক্রান্ত চিঠিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা জুড়ে ফের আলোচনা শুরু হবে, নিশ্চিত করে বলা যায়। সাধারণত শনিবার কেন্দ্রীয় প্রতিটি অফিস-কার্যালয় বন্ধ থাকে। কিন্তু আপৎকালীন যেকোনও সময়েই কেন্দ্র বা রাজ্যের সমস্ত সরকারি কার্যালয় ‘মার্ল ওয়ার্ক এম্বিয়েন্স’-এ ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ক্ষেত্রেও শনিবার একই অবস্থা হলো। এদিন, স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি স্বাক্ষর করে সমস্ত রাজ্যগুলোকে পাঠিয়েছেন। দেশে কোভিডে নতুন ভারিয়েন্ট তথা ওমিক্রনকে মোকাবিলা করার জন্য চিঠিটি রাজ্যগুলোকে পাঠানো হয়েছে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি রাজ্যকে ‘কিল্ড/ মেকসিডো হসপিটাল’ প্রস্তুত রাখতে হবে। প্রয়োজনে ডিআরডিও বা বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সিএসআইআর ফান্ড ব্যবহার করে সেই হাসপাতালগুলো তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব চিঠিটিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, প্রচুর সংখ্যক করোনা আক্রান্ত রোগীকে হোম আইসোলেশনে রেখে এবার চিকিৎসা করতে হবে পাঠো। তাতে রোগীদের নিয়মিত দেখাভাল করতে হবে এবং অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবের নির্দেশে এও বলা আছে যে, রাজ্যগুলোকে কলস্টোর, কন্টোল রুম এবং আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোতে প্রস্তুত রাখতে হবে। ডেডিকটেড আশ্রুশ্লেপ যাতে কোভিড বা ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা দিতে পারে, সেই বিষয়টিও প্রস্তুতিতে রাখতে হবে রাজ্যকে। রাজ্যবাসীকে প্রস্তুতি পর্ব এবং পরিষেবা সমূহ নিয়ে আগাম জানানোর পরিকল্পনা তৈরি করে রাখতে হবে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে প্রায় ২৩ হাজার করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং ৪০৬ জন মারা গেছেন। ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দেশজুড়ে প্রায় ১৫০০। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবের নির্দেশিকাটি এই মুহূর্তে রাজ্যর জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

● **প্রথম পাতার পর** হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরনো সরকার বা নিগম যা হিম্মত করে উঠতে পারেনি, দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তা করে দেখিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে নিগম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদিন আগেই পুর নিগমের উদ্যোগে অবৈধ দখলের অভিযোগে রাজধানীর তুলসিবতী স্কুল বন্দগ্ন একটি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগরতলা পুর নিগম। বলা বাহুল্য, বিগত সরকারের সময়ে এই নির্মাণের বিরুদ্ধে বহুবার অবৈধ দখলের অভিযোগ তুললেও তা উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে গিয়েও, কোনো এক অদৃশ্য কারণে পিছিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এখানেই ছিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্ত্রেস থেকে ভূগমূলে যোগ দেওয়া বিধায়কদের তৎকালীন রাজনৈতিক ঠিকানা। পরবর্তী সময়ে একটি কর্মচারী সংগঠনের নামে তা প্রচার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যারা টিএসআর নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ করছেন, তাদের সময়ে নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবগত আছেন। বিগত দিনের মত বর্তমান সরকারের সময়ে মন্ত্রী, বিধায়ক ও অন্যান্য বড়াবশালীদের দ্বারা চাকরি বাগিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে বিরোধীদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিয়োগ পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে অঙ্গুল তোলার জয়গা নেই। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। সম্প্রতি টিএসআর নিয়োগ পদ্ধতিতেও দেখার ও যোগ্যতার মাধ্যমে নিয়োগে স্বচ্ছতার প্রতিফলন মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একমুত্রে বেঁধে রাখে। পরিবারের কল্যাণে সমর্পিত ও জীবনে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নারী শক্তির যথার্থ মার্গ দর্শনের মাধ্যমে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহিলা ক্ষমতায়ন, সম্ভিক্ষরণ এবং পঁচিশ বছরের উর্ধ্বে মহিলাদের রোজগারের নিশ্চয়তা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। কারণ মহিলাদের উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সর্বাঙ্গী় বিকাশ সম্ভব নয়। নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন নিয়োগে নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত ৫০০ জন মহিলা পুলিশ নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অবলম্বনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাল বলেন, এই আবাসনে ৫০ জন মায়েরা রয়েছেন। তাদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন আপনাখর কর্তৃপক্ষ। যথার্থ ব্যবস্থাপনা ও সতর্কতা অবলম্বন করায় কোভিড অতিমারীর এখানে অবস্থানরত একজনও করোনা সংক্রমিত হননি। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দিলীপ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পূর্বোদ্যোক্ত সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব, বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভভরানন্দ মহারাজ, অবলম্বনের সভাপতি মিলন প্রভা মজুমদার, স্টেট ব্যাঙ্কের ডিজিএম জিতেন্দ্র কান্ত ঠাকুর প্রমুখ।

রাজ্যে আবারো করোনার ভ্রুকুটি

● **প্রথম পাতার পর** ২৬ ও ২৭ তারিখ মিলে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলে দুই জন। তার পরদিন থেকেই লাফিয়ে বাড়তে থাকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ জন। তার পরদিন অর্থাৎ গত ২৯ তারিখ মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৩ জন। গত ৩০ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৫ জন। এদিকে, গত ৩১ এবং ১ জানুয়ারি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩ এবং ১৭। এই পরিসংখ্যান স্পষ্টত বলে দিচ্ছে, গত ৫ দিনে রাজ্যে মোট ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১৬ জন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, গত ৩ দিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন, অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১৫ জন করে আক্রান্ত হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাও, গত ১ দিনে যে ১০৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই শিশু জেলায়। বছরের প্রথম দিনেই শুধু পশ্চিম জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১ জন। বাকি ৬ জন রাজ্যের সাতটি জেলা মিলিয়ে। একইরকমভাবে গত বছরের শেষ দিনে, শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ জন। এই হারে যদি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে আগামী দিনে অবস্থা ভয়াবহতার দিকেই যাবে। গত ১০ দিনের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ রোগী গত ৫ দিনে আক্রান্ত হয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে গত ৩-৪ দিনে হোট-বড মিলিয়ে মোট ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়েছে করোনার নতুন ভারিয়েন্ট তথা ওমিক্রনকে মোকাবিলা করার জন্য। এখন রাজা জুড়ে যদি সঘেতনতা না বাড়়ে, তাহলে আগামী দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছ-ত্ব করে বাড়তেই থাকবে।

জীবিকা প্রকল্প

● **প্রথম পাতার পর** দেখা নেই। আট জেলাতেই কাগজে-কলামে এই প্রকল্প চালু থাকলে, কোনও জেলায় ৩ কর্মী, কোনও জেলায় ১ কর্মী। কেন্দ্র থেকে কেউ এলে থলই জেলায় শুণ্ড নিয়ে যাওয়া হয়, কারণ বাকি সাত জেলায় কার্যত কিছুই নেই। এই প্রকল্পে কী চাপেটি, কতটা কাজ করা হল, এসবের হিসাব-নিকাশ কার্যত বন্ধ হয়ে আছে। গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্প’র মাধ্যমে তৈরি স্বসহায়ক দলগুলির পণ্য বাজারজাত হচ্ছে কিনা, তার কী পরিমাণ, কত বাবতি, তার কোনও সঠিক হিসাব নেই। একটি আরটিআই পদ্ধতিতে করা আবেদন থেকে গাইড লাইন, টাকা ইত্যাদির কথা জানা গেছে।

ভোজন রাজনীতি

● **প্রথম পাতার পর** এদিন তিনি পুরান আগরতলায় চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে পূজা দিয়েই রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করবেন। এরপর মহাাহেভোজ করবেন তেলিয়ামুড়ায় জনৈক অনির্বাপ সরকারের বাড়িতে। সাধারণত বিজেপি এ জাতীয় রাজনীতি করে থাকে। অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির প্রায় সর্বস্তরের নেতারাি এভাবে কর্মীদের বাড়িতে পাতপিড়ি পেড়ে মধ্যাহ্নভোজ কিংবা নৈশআহার করে থাকেন। এবার একই পথ ধরলেন অভিষেকও। অবশ্য রবিবার বিকালে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা তপন কুমার বিশ্বাস এবং সংহিতা ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়েও তাদের খোঁজখবর নেনেন তিনি। সোমবার বসবে রাজা স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক। এই বৈঠকে যোগ দিয়েই এদিন বিকালে তিনি আগরতলা বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লির বিমান ধরবেন। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচি যেভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এতে বোঝা যায় আক্রমণ যতই আসুক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরায় তার রাজনীতিক খেলা শুদ্ধি করে দিয়েছেন। এত সহজে যে তিনি দমবার পাত নন বরং পেশাদারি সংস্থার ভোটাভুটিতে তিনি তার আগামীদিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে তা বোঝা গিয়েছে। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে এও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কোনও একটি অনুষ্ঠান করে বসে থাকার পাত নয় তৃণমূল। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতারাভ্যের মাটি থেকেই তার রাজনৈতিক রোজগার শুরু করবেন এবং তা বিজেপির ছকে বাঁধা পথ ধরবে। যে পথে কার্যত সফলতা পেয়েছিল বিজেপি এবার সেই পথেই হাঁটতে তৃণমূল।

রাজ্যেনব্রী

● **প্রথম পাতার পর** পরিস্থিতি প্রশ্নের মুখে চলে আসে। এটা স্পষ্ট হয়ে যায় আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি যদি সঠিক থাকে তাহলে এমনভাবে আর নিহাদের শিকার হতে হয় না। তারপরও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং সত্যি অর্থেই আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। না হলে এ জাতীয় ঘটনা কোনওভাবেই ঘটতে পারে না। দল ক্ষমতায় আর ক্ষমতাবলন রাজ্য সম্পাদিকা অদिति ভাটচা্যর জেলাগুপ্ত খোদ আগরতলা রেলস্টেশনে আক্রান্ত হয়ে গেছেন কিভাবে? সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘সংঘের লগ্ন সেরে বদরণর থেকে ট্রেন চেপে তিনি আগরতলায় এসেছিলেন। আগরতলা রেলস্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য দফতরের ক্যাবারে জ্ঞানশির মুখোমুখি হন এবং লাইন ধরে দাঁড়িয়েই কোভিড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের সার্টিফিকেট দেখাতে যান। এরপরই পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ডাক্তারিাদের সামনে উপস্থিত হন। অদিতিদেবীর অভিযোগ, এর পরই স্বাস্থ্য দফতরের ডাক্তারিয়ার নাম করে তিনজন সমাজদ্রোহী তার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে। ব্যাণ ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এদের মধ্যে দু’জন যুবক অদিতিদেবী এবং তার এক মহিলা সঙ্গীকে ধাক্কাধাক্কিও শুরু করেছে।’ এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অদিতিদেবী জানিয়েছেন, প্রশাসনিকভাবে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। পাশাপাশি এই পোস্টের মাধ্যমেও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। তার বক্তব্য কিছু লোক রাজ্যের জন্মমুখী সরকারকে বনাম করছেই এমন কাণ্ড করছে। সম্মিলিতভাবেই তা প্রতিরোধেরও ডাক দিয়েছেন অদিতিদেবী।

এসএসএ’র ইনক্রিমেন্ট!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ভোট পাখির গান শুরূ হয়ে গেছে ত্রিপুরায়। অসময়ে হওয়া এডিসি ভোট ও পুর ভোটের পর বিধানসভা ভোটে আসছে। মোটামুটি আর বছরখানেক। ভোট এগিয়ে আসছে, সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সরকারের তৎপরতা শুরু হয়েছে। পদোন্নতি বিষয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে এবং হাইকোর্টে চলেছে। সেসব মামলার চূড়ান্ত রায় না হলে পদোন্নতি নিয়ে চূড়ান্ত কিছু করা যায় না, তারপরেও আডহক পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে দফতরে দফতরে। এইসব প্রমোশন থাকবেই, হলফ করে তা বলা যায় না। আডহক পদোন্নতিতে পাওয়া পদে সিনিয়রিটি হবে না, তাকে রেগুলার প্রমোশন ধরা যাবে না। যে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের ভোটের আগে নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি ক্ষমতার আসার আগে, ক্ষমতায় আসার পর সেই শিক্ষকদের আদ্যতনতে যেতে হয়েছে নিয়মিত হওয়ার জন্য। আমলাতে সরকার তাদের নিয়মিত হওয়ার দাবি মেনে নেয়নি, আদালত নির্দেশ দিয়েছে। সেই সমগ্র শিক্ষায় অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের বৈধতা দূর করা, সবার বেতনে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া, ●এরপর দুইয়ের পাতায়

১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে

প্রেস রিলিজ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি (পিএম কিষান) প্রকল্পের আওতায় দশম কিস্তির আর্থিক সহায়তা কৃষকদের প্রদান করেছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১০ কোটিরও অধিক সুফলভোগী কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রায় ৩৫.১টি ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও)কে ১৪ কোটি টাকারও অধিক ইকুইটি গ্র্যান্ট প্রদান করেছেন। এতে ১.২৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও)র কৃষক সদস্যদের সাথে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও আলোচনা করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) এবং ন্যাচারলে ফার্মিং সম্পর্কিত দুটি তথ্য চিত্রও ভিডিও কনফারেন্সে

প্রদর্শিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব তার সরকারি বাসভবনে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের সচিব অর্পূর রায়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার সহ



বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণে বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধি (পিএম কিষান) দেশের কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রকল্প। এই প্রকল্পে সারা দেশে আজ পর্যন্ত ১

লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় দেশের ৬০ লক্ষ হেক্টর এলাকাতে ক্ষুদ্র জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনায় ২১ হাজার ক্রেইম সাপোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দেওয়া

প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। রেকর্ড পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে দেশে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এফপিওগুলি ছোট ছোট কৃষকদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এফপিওগুলি সঠিক শস্য উৎপাদনে পরিকল্পনা, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট, বাজারের চাহিদা অনুসারে উদ্ভাবনী চাষাবাদের উপর জোর দিয়েছে। দেশের কৃষকরা ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। প্রতিটি এফপিওকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সারা দেশে অর্গানিক এফপিও, ওয়েল সিড এফপিও, ব্যান্ড ক্লাস্টার, হানি এফপিও সমূহ এগিয়ে আসছে। তিনি বলেন, গৌবরধন যোজনায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্টকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই যোজনার মাধ্যমে এখানালের মহতো বায়ো-ফুয়েল উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাচারলে ফার্মিং-এর উপর অধিক গুরুত্ব ●এরপর দুইয়ের পাতায়

স্কুল যাওয়ার পথে ধর্ষিতা ছাত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জানুয়ারি।। স্কুলে যাওয়ার পথে ধর্ষণের শিকার সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার সুন্দরকরির এলাকায়। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে তেলিয়ামুড়া এলাকায়। থানায় প্রাশেণ রুদ্রপাল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে। তার খুঁজে তজ্ঞাশিতে নেমেছে পুলিশ। কিন্তু রাত পর্যন্ত প্রাশেশকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। জানা গেছে, শনিবার সকালে সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছিল। নির্জন এলাকায় ওই ছাত্রীর পথ আটকায় প্রাশেশ। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কোনওভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে ওই নাবালিকাটি বাড়িতে ছুটে যায়। সেখানেই পরিবারের লোকজনদের জানায়। সন্ধ্যায় নাবালিকার পরিবারের লোকজন তেলিয়ামুড়া থানায় ধর্ষণের মামলা করেছে। ●এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশের শীর্ষস্তরে ৮ রদবদল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। পুলিশের উচ্চস্তরে দায়িত্বে রদবদল হলো ৮ জনের। বছরের প্রথম দিনেই এজিভি জেকে আইজি পর্যন্ত পুলিশ আধিকারিকদের দায়িত্বে রদবদল করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অবসর সচিব মহম্মদ এইচ রহমান বদলির এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। দুর্দিন আগেই তিন আইপিএস অফিসারের বেতনক্রম বাড়ানো হয়েছিল। শনিবার দায়িত্ব

রদবদলের তালিকায় তাদের নামও রয়েছে। রাজ্য পুলিশে আইন শৃঙ্খলার জন্য অতিরিক্ত এজিভির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সৌরভ ত্রিপাঠীকে। তিনি এতদিন আইজি (প্রশাসন) হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। আইজি (টিএসআর) জিএস রাও-কে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌরব চক্রবর্তীকে পুলিশের হোমগার্ড এবং নির্মাণ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সৌমিত্র ●এরপর দুইয়ের পাতায়

বছরের প্রথম দিনে যান সন্ত্রাসে মৃত্যু যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। শহরে আগরতলায় যান সন্ত্রাসের বলি এক যুবক। ঘটনা সিদ্ধি আশ্রমের পঞ্চমুখ এলাকায়। এই এলাকাতেই অটো এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান প্রসেনজিৎ দত্ত নামের এক যুবক। তার বাড়ি ওএনজিসির পঞ্চমুখ এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দ্রুত গতির মধ্যেই বাইকারি সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান প্রসেনজিৎ। পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রস্তু বাইক এবং অটো আটক করেছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে যান সন্ত্রাস কিছুতেই

বন্ধ করতে পারছে না প্রশাসন। বছরের প্রথম দিনই আগরতলায় যান সন্ত্রাসে মারা গেলেন এক যুবক। পুলিশ সরকারিভাবে যান সন্ত্রাসে মৃত্যুর রেকর্ড ওয়েবসাইটে না দিলেও প্রতিবাদী কলম রাজাজুড়ে যান সন্ত্রাসের হিসেব রাখে। ট্রাফিক দফতর সড়ক সুরক্ষার নামে বাইক চালকদের জরিমানায় ব্যস্ত। অভিযোগ, জরিমানার টাকা যত বেশি আদায় করতে পারেন তার উপরই সফলতা শুনে আসছে ট্রাফিক পুলিশ। প্রত্যেকদিন কতজন যান সন্ত্রাসে মৃত্যু এবং জখম হচ্ছেন তার হিসেব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা

নেই ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, ডিএসপি কোয়েল দেববর্মা সহ অন্য অফিসারদের। যান চালকদের সচেতন করতে গোটা বছর রাস্তায় এই অফিসারদের পাঠাতে রাজি নয়। তারা ব্যস্ত ই-চালানে। নিজেরাই আদালতের মত বিচার করে নিচ্ছেন। যান সন্ত্রাস রখতে এই অফিসাররা কর্তৃত্ব আশ্রিক হবেন তা নিয়ে সন্দেহান রাজাবাসীরা।

বিমানবন্দরে বিএমএসের গুন্ডামি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বিএমএসের নাম দিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে গুন্ডামি করছে কিছু অটোচালক। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন যাত্রীরা। শনিবার এমনই একটি ঘটনায় বিমানে আসা মহিলা যাত্রী প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অভিযোগ, বিএমএসের নাম দিয়ে কিছু অটোচালক আগরতলা বিমানবন্দরে অন্য গাড়ি ঢুকতে দেন না। বাইরের কোনও গাড়ি এলেই রাস্তায় আটকে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, অন্য গাড়ি ঢুকতে গেলে চালকদের মারধরও করা হয়। এরই প্রতিবাদ করেছেন ইন্ড্রনগরের তিস্তা নাথ নামের এক তরুণী। তার প্রতিবাদের মধ্যেই পাল্টা নিজেদের রুটি রোজগারের কথা বলে গেছেন বিএমএসের নামধারী এক নেতা। ওই নেতার দাবি, সারাদিন বিমানবন্দরে বসে থাকতে হয়।



২০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। অচ্য উবেয়ের মত সংস্থা ডাকা হয়েছিল যাত্রীদের কম টাকার বিনিময়ে দ্রুত পরিষেবা দিতে। অচ্য উবেয়কে বিমানবন্দরের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছে না বিএমএসের নাম দিয়ে কিছু

গুন্ডাবাহিনী। এখন যাত্রীরাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলতে শুরু করেছেন। শনিবার যাত্রীদের তুমুল প্রতিবাদের মধ্যেও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিশ এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। যে কারণে বিমানবন্দরও কয়েকজন গুন্ডার হাতে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। জানা গেছে, তিস্তা বিমানবন্দর থেকে ইন্ড্রনগর পর্যন্ত বাড়ি যেতে ১২১ টাকার অটো ঠিক করেছিলেন। কারণ, বিমানবন্দরের ভেতরে টাকা বিএমএসের অটো ২০০ টাকার নিচে যাবে না। অন্য অটো তারা ভেতরে ঢুকতে দেবে না। যাত্রীদের প্রশ্ন, আগরতলা বিমানবন্দর কারা নিয়ন্ত্রণ করে? এটা কি বিএমএস না বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে? আগামী দিনগুলিতে যাত্রীদের আরও প্রতিবাদ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনটিই আগরতলা বিমানবন্দরে বহু অনিয়ম রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

পাকা রাস্তার নামে মাটির প্রলেপ

প্রতিবাদী কলম ওয়াটসঅ্যাপ প্রতিনিধি, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যের উন্নয়নের যে স্বপ্ন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব দেখিয়ে থাকেন তার উল্টো পথেই হাঁটছে কালাচোপা এডিসি এলাকার রাস্তার কাজ। পাকা রাস্তার নামে মাটির প্রলেপ দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকেকদার। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে রাস্তার কাজ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। তারা রাস্তার মাটির প্রলেপ তুলে প্রতিবাদ জানান। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, মাটির প্রলেপ দিয়ে পৃথিবীর কোথায় পাকা রাস্তা তৈরি হয়? এটাই কি উন্নয়ন? সবার বিকাশ এভাবে হচ্ছে? জানা গেছে, মনুবনকুল বিধানসভার সাতচাঁদ ব্লকের কালাচোপা স্কুল থেকে স্থানীয় শ্যাম ত্রিপুরার বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। সব মিলিয়ে ৩২৯ মিটার রাস্তা। কাজের ব্যয়ত পেয়েছেন ঠিকেকদার সজল দে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাটির



বিবেক দেববর্মার রাস্তার কাজ দেখতে আসেন না। উত্তেজনার খবর পেয়ে ছুটে যান সাতচাঁদ পূর্ব দফতরের অফিসার ভাগ্যজয় রিয়াং। তিনি অবশ্য সাংবাদিকদের

কোনও প্রশ্নের জবাব দেবননি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন। তাদের দাবি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা টাকার বিনিময়ে চুপ করে আছেন।

তাদের অভিযোগ জানিয়ে লাভ নেই। গোটা রাজ্যের উন্নতি করার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবের। তিনি এই কাজটি ঠিকমত হচ্ছে কি না একবার দেখে যাক।

TO WHOMSOEVER IT MAY

As per the resolution passed by H.H. Bhakti Purusottama Swami, H.G. Shree Jeeva Das and H.G Ekanath Das along with the approval of H.H. Jayapataka Swami all Zonal / Regional Secretaries of ISKCON for the state of Tripura in the presence of H.G. Sridham Govinda Das, H.G. Prema Datta Das and H.G. Achvutabandu Das on April, 16, 2014

This is to certify that Sridham Govinda Das, one of the co-presidents of ISKCON Agartala will focus mainly in Agartala temple management, finance, preaching and try to bring the centre upto the ISKCON Standards.

Other co-president Prema Datta Das is preparing for his sannyas. Because of this he has to travel, preach and prepare for getting Bhakti Shastri Certificate. Hence he will be taking care of the preaching at Palatana, Kamalpur, Baikora and Udaypur.

Certified by Dated : December 29, 2021
Shankhadhari Das
General Secretary

TO WHOMSOEVER IT MAY

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পরম পূজাপাদ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের সম্মতি অনুসারে, শ্রীপাদ শ্রীধাম গোবিন্দ দাস, শ্রীপাদ প্রেমদাতা দাস, এবং শ্রীপাদ অচ্যুত বন্ধু দাসের উপস্থিতিতে; পূজাপাদ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী, শ্রীপাদ শ্রীজীব দাস এবং শ্রীপাদ একনাথ দাস ১৬ই এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে নিম্নলিখিত সনদ অনুমোদন করেনঃ শ্রীধাম গোবিন্দ দাস একজন কো-প্রেসিডেন্ট হিসাবে মূলত আগরতলা ইসকন মন্দিরের ইসকনের মানদণ্ড অনুসারে উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন। অন্য কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীপাদ প্রেমদাতা দাস, যেহেতু উনি তাঁর সম্মান্য দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও ভক্তিশাস্ত্রী মানপত্রের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন, সেই জন্য তিনি পালাটানা, কমলপুর, বাইখোড়া ও উদয়পুরের প্রচারের দায়িত্বে থাকবেন। ধন্যবাদান্তে

শঙ্খধারী দাস, মহাসচিব
ইসকন ব্যুরো, ভারত

আক্রান্ত বাড়ছে পশ্চিম জেলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বছরের প্রথমদিনে রাজ্যে আরও ১৭জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫জনই পশ্চিম জেলায়। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে এই ১৫ জনের বেশিরভাগই আগরতলার। প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে আগরতলায় পজিটিভ রোগী প্রত্যেকদিন বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তারভাঁজ স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে। রবিবার রাজ্যে তৃণমূলের আইকন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আসার কথা রয়েছে। এর দুদিন পর আসছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বভাবতই ভিডিও জমায়েত হবে আগরতলায়ও। এই ভিডিও থেকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। রাজ্যে এখনও ওমিক্রনে আক্রান্ত কেউ শনাক্ত হননি। কিন্তু আতঙ্ক রয়েছে গোটা দেশেই। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ত্রিপুরার মধ্যে প্রত্যেকদিন বাড়ছে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। ওই রাজ্য থেকে এখানেও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা এমনটিই রয়েছে। বিশেষ করে গত চারদিনে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা প্রত্যেকদিন ১০জনের উপর করে থাকছে। এর মধ্যে শনিবার স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৪৭৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৬৫ জনের আরটিটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিটিপিসিআর-এ মাত্র ১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। বাকি ১৬জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসারীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩জনে। এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ ৮২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে দ্রুতহারে বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ২২ হাজারের উপর নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৪০৬জন পজিটিভ রোগী। ওমিক্রনের আতঙ্কের মধ্যেই দেশের তৃতীয় ঢেউ দ্রুত চলে আসছে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ত্রিপুরায়ও প্রত্যেকদিন নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত সর্কটমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

নেশা কারবারির বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়/কমলাসাগর, ১ জানুয়ারি।। নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ এনে এক যুবকের বাড়িতে ভাঙচুর চালান এলাকাবাসীরা। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত ধনছড়ি এলাকায়। জানা যায়, ধনছড়ি এলাকায় সজল দাস নামে এক যুবক তার নিজ বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শনিবার সকালে এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে সজলের বাড়িতে এবং দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে সজল-সহ অন্য এক জনকে আটক করে এলাকাবাসীরা। তার নাম বীরজিৎ দেববর্মা। পরবর্তী সময় এলাকার জনগণ বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সজল দাসের দোকান তল্লাশি করে বহু নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে। পুলিশ বীরজিৎ দেববর্মাকে আটক করতে পারলেও এলাকাবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় সজল। এদিকে সজল দাস এর বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী জানিয়েছে, এলাকাবাসীরা অভিযানের নামে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নেশা কারবারির বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়/কমলাসাগর, ১ জানুয়ারি।। নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ এনে এক যুবকের বাড়িতে ভাঙচুর চালান এলাকাবাসীরা। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত ধনছড়ি এলাকায়। জানা যায়, ধনছড়ি এলাকায় সজল দাস নামে এক যুবক তার নিজ বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শনিবার সকালে এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে সজলের বাড়িতে এবং দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে সজল-সহ অন্য এক জনকে আটক করে এলাকাবাসীরা। তার নাম বীরজিৎ দেববর্মা। পরবর্তী সময় এলাকার জনগণ বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সজল দাসের দোকান তল্লাশি করে বহু নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে। পুলিশ বীরজিৎ দেববর্মাকে আটক করতে পারলেও এলাকাবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় সজল। এদিকে সজল দাস এর বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী জানিয়েছে, এলাকাবাসীরা অভিযানের নামে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।



এলাকাবাসীদের অভিমত, এসব এলাকাগুলোতে একাধি যুবকদের আশ্রয়নে নেশার রমরমা বাণিজ্য গড়ে উঠছে। এই নেশা সাল্লাজোর ফলেই কল্মিভিত হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। পুলিশ যাতে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবিও এলাকাবাসীরা রেখেছেন।

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ



মা কামাখ্যা

— ঃ ঠিকানা ঃ—

খেজুর বাগান,
ক্যাপিটাল
কমপ্লেক্স, জিঞ্জার
হোটেল সংলগ্ন।

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Contact No. - 9862107697 (W) / 9862108560

এসপিও নিয়োগ নিয়ে মামলার প্রস্তুতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। এসপিও জওয়ান নিয়োগে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন বঞ্চিতরা। থানায় বাছাই হওয়া সব প্রার্থীরা অফার পাননি। ইন্টারভিউ না দিয়েও মণ্ডলের তালিকা থেকে অনেকে অফার পেয়ে গেছেন বলে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন বঞ্চিতরা। টিএসআর নিয়োগের কায়দায় পুলিশ এসপিও নিয়োগ নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। মণ্ডল অফিস থেকে তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকে আবার ১০৩২৩র নিয়োগের সঙ্গে এসপিও জওয়ান নিয়োগের তুলনা টানতে শুরু করেছে। থানায় বাছাই হওয়া যারা চাকরি পাননি এই যুবকরা প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যের প্রত্যেকটি থানায় এসপিও জওয়ান নিয়োগ নিয়ে ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছিল। প্রত্যেক থানায় গড়ে ২০জন করে এসপিও জওয়ান নিয়োগ করার কথা বলা হয়। মোট বেতন মাসে ৪ হাজার ১৫৬ টাকা। নিয়োগের জন্য প্রধান শর্ত ছিল থানায় ইন্টারভিউ দিতে হবে। সেই মতো পশ্চিম জেলায়ও প্রত্যেকটি থানায় ইন্টারভিউ ডাকা হয়। এয়ারপোর্ট থানায় ইন্টারভিউর পর ২০জনকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছিল। ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউ বোর্ড নম্বর দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, থানার ওসি যে মেধা তালিকা পাঠাবেন এর থেকেই নিয়োগ হবে। কিন্তু বেশিরভাগ থানার ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। এয়ারপোর্ট থানার ওসি মুকুলেন্দু দাস ২০জনের নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন পুলিশ সদর দফতরে। অফার ছাড়লে মেধা যায় এই তালিকায় থাকা চারজনের নাম অফার প্রাপকদের মধ্যে নেই। তারা হলেন পূর্ব গান্ধীগ্রামের সুমন দে, সানু সরকার, রূপক পাল এবং রাহুল পাল। বঞ্চিতরা এয়ারপোর্ট থানায় গিয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, থানার কিছু করার ছিল না। থানা ইন্টারভিউ নিয়ে যোগদানের নাম পাঠিয়েছিল। অফার দেওয়ার সময় কি হয়েছে তা থানা বলতে পারবে না। বঞ্চিতদের অভিযোগ, তাদের নাম বাদ দিয়ে মণ্ডল থেকে ৫ জনের নাম পাঠানো হয়। এই ৫জন ইন্টারভিউ দেননি। অথচ তাদের নামে অফার এসেছে। এখানে বিরটি কেলেঙ্কারি হয়েছে। সাধারণ তদন্ত করলেই এই কেলেঙ্কারি বেরিয়ে আসবে। বঞ্চিতরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেও ভয় পাচ্ছেন। কারণ তাদের উপর অক্রমণ হলে কেউ বাঁচতে আসবেন না। এদিকে, এসপিও জওয়ান নিয়োগের জন্য ১২০০র উপর বের হতেই গোটা রাজ্যেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মেধা তালিকায় থেকেও অনেকে নাম মণ্ডল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলের তালিকা ছাড়া কেউ অফার পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। ১০৩২৩ শিক্ষকদেরও একইভাবে পাটির তালিকা থেকে চাকরি ●এরপর দুইয়ের পাতায়

TO WHOMSOEVER IT MAY

It is to confirm that one Mr. Joy Debnath (Joya dev seva Das), S/O. Mr. Rabindra Debnath, resident of Banikya Chowmuhani, P.O. Khas Nogaon, P.S- Budhjungnagar, West Tripura, serving in Tripura state Rifles has declared himself as Administrator of ISKCON (International society for Krishnaa consciousness) without any authorization from ISKCON Bureau, the Governing Council of ISKCON.

It is further to confirm that Mr. Joy was never appointed as Administrator of ISKCON and he was never authorized to use such titles by ISKCON Bureau at any time.

It is further to confirm that Mr. Joy is using the name of ISKCON Tripura without any authorization from ISKCON Bureau and conducting programs under that banner. In fact ISKCON Bureau has never approved such titles like ISKCON Tripura.

Dated : Dec 29, 2021

Yours sincerely
Shankhadhari Das
General Secretary,
ISKCON India



TO WHOMSOEVER IT MAY

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শ্রীযুক্ত জয় দেবনাথ (জয়দেব সেবা দাস), পিতাঃ রবীন্দ্র দেবনাথ, বণিক্য চৌমুহনী, পোঃ খাস নোয়াগাঁও, থানা- বোধজ্ঞনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা; যিনি টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীতে বর্তমানে কর্মরত, ইসকন ব্যুরোর অনুমোদন ছাড়াই নিজেকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ISKCON)-এর প্রশাসক (Administrator) হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আরো জানানো যাচ্ছে যে, শ্রীযুক্ত জয় দেবনাথ কখনই ইসকন ব্যুরো কর্তৃক প্রশাসক নিযুক্ত হননি কিংবা প্রশাসক উপাধি ব্যবহার করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হননি।

এত দ্বারা আরো জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শ্রীযুক্ত জয় দেবনাথ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার জন্য ইসকন ব্যুরোর অনুমোদন ছাড়াই ইসকন ত্রিপুরা (ISKCON Tripura) নাম ব্যবহার করছেন। এছাড়া ইসকন ব্যুরো কখনই শ্রীযুক্ত জয় দেবনাথকে ইসকন ত্রিপুরা নাম ব্যবহার করার জন্য অনুমতি প্রদান করেনি।

ধন্যবাদান্তে
শঙ্খধারী দাস, মহাসচিব
ইসকন ব্যুরো, ভারত

সাপ্তাহিক রাশিফল

২রা জানুয়ারি হতে ৮ই জানুয়ারি

রাও	বু২৩
	শ ২২ বু ২১
শু ২১ র ২০ চ ১৯	ম ১৮ কে ১৭

মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunilidasbaran4995@gmail.com.

মেঘ রাশি ঃ রবি ও সোমবার — ভাগ্যলক্ষী সুপ্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। হাত বাড়ালে শুধু সফলতাই পরিলক্ষিত হবে। দূর ভ্রমণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। কোন মাসলিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। মঙ্গল ও বুধবার— বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবে। কর্মে সুনাম-যশ ও পদোন্নতির রাজ্য খুলবে। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠবে। কর্মে শান্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— আপনার আয় উপার্জনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। যে কাজেই হাত দেনেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে।

লটারী, ফটকা, জুয়া, রোকারী, দালালী ও কন্স্যাঙ্কটরীতে ধনাগমের সম্ভাবনা প্রবল। শনিবার— আয় উপার্জন কম, কর্মে হয়রানি, খরচের লাগামহীন চাপ থাকতে পারে। কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পরে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

বুধ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে ঝড় ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। চোর, চিটিবাজ ও অজ্ঞাত পাণ্ডি থেকে সাবধান থাকুন। ব্যবসায় মন্দাভাব বিরাজ করতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সঙ্গে থাকবে। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হওয়ায় মনে আনন্দ জাগবে। স্বদেশ বা বিদেশ ভ্রমণ শুভ ফল পাবে। ভ্রমণকালীন পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — কর্ম প্রত্যাশীদের কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মে নানাহ সমস্যা দূরীভূত হবে। আপনার মনোমত স্থানে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পিতামাতার সাহায্য সহযোগিতা পাবেন। শনিবার— আপনার চারিদিক থেকেই উন্নতি পরিলক্ষিত হবে। দূর থেকে কোন শুভ সংবাদ শ্রবণ হতে পারে।

ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।
মিথুন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— বিবাহ যোগদেের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। প্রেমীমুগল প্রেমের স্বীকৃতি পাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। গৃহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। ভ্রমণকালে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় হবে। লটারী, ফটকা, জুয়ায় বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার—

ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে যাবে। শনিবার— কর্ম প্রত্যাশীদের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসবে। কর্মে সুনাম-যশ ও পদোন্নতির রাজ্য খুলবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।
কর্কট রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সিজন্য়াল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধি চাপা হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। স্কিন ডিসিজ এর সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার— বিবাহ যোগাগের বিবাহের কথাবার্তায় অগ্রগতি হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করুন। ব্যবসায় সুনাম-যশ অক্ষুণ্ন থাকবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। ভ্রমণকালীন সতর্কতার সহিত চলাফেরা করুন। নতুবা চোর চিটিবাজের খপ্পরে পড়ে বিভ্রম্ভনা হতে পারে। শনিবার— তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে।

ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।
সিংহ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সন্তানদের মনোবল অনেকগুণ বাড়বে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় গর্ব বোধ হবে এবং

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাক্টিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমণ্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বপ্রাসী রাহ কৃত্তিকা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে এবং দেব সেনাপতি মঙ্গল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। ধনুতে চন্দ্র মূলা নক্ষত্রে কৃষ্ণা অমাবস্যাতে অবস্থানরত এবং গ্রহরাজ রবি পূর্ববাঢ়া নক্ষত্রে ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে। মকরে বালকগ্রহ বুধ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে এবং স্ক্রীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে। কৃন্তেতে দেবগুরু বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ২রা জানুয়ারি হতে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা),

তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিন দুটি অত্যন্ত শুভ। মঙ্গল ও বুধবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। নাতের সমস্যায় শরীরের ব্যথা বেদনা বেড়ে যেতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— বিবাহ যোগাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। এই সময়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলে পারিবারিক জীবনে সুখ শান্তি বাড়বে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। শনিবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কন্যা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— কলহ বিবাদ, উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকা সতর্ক না থাকলে বিচ্ছেদের রূপও নিতে পারে। গৃহে শান্তি পেতে গেলে জীবন সাধীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। মঙ্গল ও বুধবার— নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। সন্তানদের নিয়ে গর্ববোধ হবে। তাদের শিক্ষার ফলাফল খুবই ভাল হবে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— দীর্ঘদিনের ভোগ্য পীড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার রাজ্য খুলে পাবেন। জীবন সাধীর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও কোন রূপ মৃত্যুর ঝুঁকি নেই। শনিবার— ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফলের আশা করতে পারে। বিচ্ছেদের রূপও নিতে পারে। বিবাহ যোগাদের বিবাহে কথায় অগ্রগতি হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

তুলা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাদের সহযোগিতায় স্বস্বপূরণ হতে পারে। আপনি আপনার মান-সম্মান, যশ ফিরে পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। মঙ্গল ও বুধবার— গৃহে কলহকারী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় গর্ববোধ হতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— সন্তানদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে দৃষ্টিচ্যুত অনেকটা কমবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। সন্তাব্য ক্ষেত্রে গৃহে ছেলে সন্তানের আগমন হবে। শনিবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বৃশ্চিক রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ধনাগমের প্রবল যোগ আছে। যে কাজেই হাত দেনেন কর্মবেশি সফলতা বোধ হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। মঙ্গল ও বুধবার— ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। পিতামাতার কাছ থেকে ভরপুর সাহায্য সহযোগিতা পাবেন। বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। সপরিবারে কাছেপটে ভ্রমণ হতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার— দীর্ঘদিনের পারিবারিক সমস্যা কোন বয়স্ক লোকের সহযোগিতায় মিটে যাবে। গৃহবাড়িতে অতিথি সমাগম হতেপারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাবে। শনিবার— সন্তানদের নিয়ে গর্ববোধ হবে। যারা উচ্চশিক্ষা নিতে চান তারা মনোমত স্থানে অধ্যয়ন করতে পারবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

ধনু রাশি ঃ রবি ও সোমবার— মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। গৃহে আসবাবপত্র

কংগ্রেস ভাঙছে বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্য কংগ্রেসের এমনিতে হাড় ভাঙা অবস্থা। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তেমনভাবে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি কংগ্রেস। তবে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা কিংবা সুবল ভৌমিকদের উপস্থিতিতে গেল লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হলেও কার্যত তা ধরে রাখতে পারেনি। আবার প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা এবং সুবল ভৌমিক দু'জনেই কংগ্রেসের কাছে এখন প্রান্তন। এবার এই কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াতে বসে কার্যত পীযুষ কাশি বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বীরজিং সিনহা লড়াই শুরু করেছেন। সে লড়াই যেন বারবার থমকে যাচ্ছে। কংগ্রেসের ঘর ভাঙতে ময়দানে বিজেপি। প্রত্যাশিতভাবে কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব যোগ দিলেন বিজেপি দলে। শুধু তাই নয়, আরও



বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব বিজেপি দলে যোগদান করতে পারে। জয়দেব ভট্টাচার্যদের মত নেতারাও বিজেপি দলে ভিড়তে পারেন। প্রতিবাদী কলম'র আগম সংবাদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাহুল সাহা যোগ দিচ্ছে বিজেপিতে। এদিন বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে রাহুল সাহা, তপন সিনহা, রমণ সাহা, পূর্ণিমা সাহা, মিনা সাহা, স্বপন পাল সহ আরও অনেকে যোগ দিয়েছেন

বিজেপিতে। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা দলে যোগদানকারীদের বরণ করে নেন। কংগ্রেস এবং সিপিএম ছেড়ে ২১ পরিবারের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। তার মধ্যে রাহুল সাহা, তপন সিনহারা কংগ্রেসের অন্যতম দায়িত্ব পালন করা নেতৃত্ব। তাদের বরণ করে নিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র পরিচালনায় রাজ্য এবং দেশে যেনভাবে এগোচ্ছে তাতে মানুষ বিজেপিতে আকৃষ্ট হয়ে যোগ দিচ্ছে। তিনি দাবি করেন, সিপিএম এবং কংগ্রেস ভাগ্য করে এদিন ২১ পরিবারের ১১২ জন যোগ দিয়েছে বিজেপিতে। জয়দেব ভট্টাচার্যও যোগ দিতে পারেন বলে খবর। এদিকে, বিজেপির তরফে জানানো

হয়েছে, আগামী ৪ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাকে স্বাগত জানিয়ে ২ জানুয়ারি রবিবার রাজ্যের প্রত্যেকটি মণ্ডলের অন্তর্গত ওয়ার্ড, পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন জায়গায় মিছিল সংগঠিত করা হয় বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে। তাতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেনেন মন্ত্রী, বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। তবে এ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসকে চাপা করতে বীরজিং সিনহারা আগ্রাণ চেষ্টা করলেও রাহুল সাহা, তপন সিনহাদের মত নেতৃত্ব কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় কার্যত বড়দোয়ালি আসনে বিজেপির শক্তি বাড়লো। এমনিতেই কয়েকটি বিধানসভায় বিজেপি তাদের শক্তি বাড়াতে পেরেছে কার্যত কংগ্রেসের থেকে সমর্থন বেশি পাওয়ায়। এবার ক্ষমতায় এসে বিজেপি কংগ্রেসের ঘরেই ফের থাবা বসাবে।

সামাজিক কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জানুয়ারি।। শনিবার ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে উদয়পুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল এবং খিলপাড়া অনাথ বালক আশ্রমে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রজনন্দন শিবির এবং হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন ইন্ড্রিস মিয়া, প্রবাল চৌধুরী, জুয়েল হোসেন-সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সামাজিক কর্মসূচি সংগঠিত করেছে।

বিএসএফ'র হাতে আত্মসমর্পণ দুই জঙ্গির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমদিনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলো দুই এনএলএফটি (বিএম) জঙ্গি। তারা বিএসএফ'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিএসএফ জানিয়েছে, ক্ষিতিশ হলো চাম্পাহাওড়ের ক্ষিতিশ দেববর্মা ওফে ক্ষয়ক্ষী। অনাজন হলেন চাম্পাহাওড়ের গোলাকবাড়ির স্বপন দেববর্মা নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। এরফে বাথার। শনিবার বিএসএফ সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেই শেষ বছরের সাফল্যের কথা তুলে ধরে বিএসএফ'র আইজি। বিএসএফ জানিয়েছে, ক্ষিতিশ ২০১৯ সালে এনএলএফটি-তে যোগ দিয়েছিল। স্বপন ২০২০ সালে এনএলএফটি-তে যোগ দেন। ২০২১ সালে বিএসএফ'র কাছে ৬জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছিল।



এই বছরের প্রথম দিনে দু'জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করলো। বিএসএফ'র আইজি জানিয়েছে, গত এক বছরে বিএসএফ'র হাতে ৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী এবং গরু আটক হয়েছে। এছাড়া ২৪ কোটি টাকার উপর গাজা গাছ নষ্ট করা হয়েছে। এক বছরে আটক করা হয়েছে ৯৮জন

বাংলাদেশি এবং ১২০জন ভারতীয় নাগরিককে। তারা বেআইনি পথে সীমান্ত পাড় হওয়ার চেষ্টা করছিল। গত বছর বিএসএফ ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৫টি গাছের চাড়া লাগিয়েছে। সীমান্তে বিজিবির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

টাকার বিনিময়ে চাকরি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। টিএসআর'র তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এবার আমরা বাঙালি দলের তরফেও টিএসআর'র চাকরি প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা

হয়। আগরতলায় আমরা বাঙালির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সচিব গৌরাদ রত্নপাল অভিযোগ করেন, কিছুদিন আগে টিএসআর'র যে নামের তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে প্রকৃত যোগ্যদের বর্ষিত করা হয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, যে

তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেই তালিকায় অর্থের বিনিময়ে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে শুধু তাই নয়, প্রভাবশালীর কারণেই যোগ্যদের বর্ষিত করা হয়। নাম না করেই আমরা বাঙালি নেতৃত্ব সরকারের দিকে টিএসআর নিয়েগে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। গৌরাদ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। তিতাস একট নদীর নাম উপন্যাসের লেখক অমর কথ সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মদিন পালন করলো ত্রিপুরা তপশিলি জাতি

কর্মসূচি। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়ে তাকে নামকওয়াডে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে ক্ষেত্রে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর কোনও আয়োজন ছিল না বলে তারা সরব



সম্ময় সমিতি। আশ্বেদকর ভবনে এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সভাপতি বিধায়ক রতন ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। অমর কথ সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল বিষয়গুলো তুলে ধরে রতন ভৌমিক দাবি করেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো তিনদিনব্যাপী। থাকতো নানা

হয়েছিল। যদিও বর্তমানে এ দিনটি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়ে থাকে। আরও ব্যাপক পরিসরে এ আয়োজন করার দাবি করেছেন রতন ভৌমিক। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, বর্তমান পরিষিষ্টে রাজ্যে এবং দেশে দলিতরা আক্রান্তের শিকার হয়েছেন বেশি। বর্তমান সরকারের আমলেই এই সংখ্যাটা বাড়লো। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে

দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ রাজ্যে তাদের অধিকার রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে রাজ্যেও তপশিলি জাতি সম্ময় সমিতি বার্তা দিতে চাইছে। সংগঠন আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও কর্মসূচি পালন করেছে।

জওয়ানের তাণ্ডব ও অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ জানুয়ারি।। কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলি পঞ্চায়েতের পুলিশপাড়ায় শুক্রবার রাতে এক যুবকের তাণ্ডবে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সত্যেন্দ্র দাসের ছেলে সুজিত দাস তার বোনের খরের কুঞ্জে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর আগে ওই যুবক তার স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সুজিত দাস সিআরপিএফ-এ কর্মরত। বর্তমানে তিনি ছুটিতে বাড়িতে আছেন। অভিযোগ, বিভিন্ন সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের উপর আক্রমণ করে অভিযুক্ত যুবক। তার যন্ত্রণায় পরিবারের সদস্যরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। সবাই এখন চাইছেন তার যেন কঠোর শাস্তি হয়। সুপ্রত'র স্ত্রী আগেই কল্যাণপুর থানায় তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। শুক্রবার রাতের ঘটনায় এলাকাবাসীও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিৎকারে চোচাচোচিতে এলাকাবাসী ছুটে আসে সত্যেন্দ্র দাসের বাড়িতে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে পরবর্তী সময় আগুন নেভায়।

মুখ খুললেন জীতেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। টিএসআর'র তালিকা প্রকাশ নিয়ে এবার মুখ খুললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে পাঠানো বিবৃতিতে বলেছেন, সম্প্রতি রাজ্যের আরক্ষা দফতরের অধিনে টিএসআর'র দুটি নতুন ব্যাটলিয়ান গড়ার জন্য রাইফেলম্যানের তালিকা প্রকাশের পর একাংশ কর্মপ্রার্থীর পক্ষ থেকে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাতে দলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। বিষয়টি উল্লেখ করে জীতেন চৌধুরী বলেছেন, তাতে কর্মপ্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদের অতি ঘনিষ্ঠ নেতারা তাদের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা নিয়েছে। যারা বিভিন্নস্তরে অসফল হয়েছে, তাদেরও নিয়োগের তালিকায় নাম রাখা হলো। যোগ্যদের বর্ষিত করার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এ বিষয়টি তুলে ধরে প্রচুর অর্থের লেন-দেন এবং অনিয়মের কথাও বললেন জীতেন চৌধুরী। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী দাবি করেছে, আরক্ষা দফতরের বাহিরে সচিব পর্যায়ের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিককে দিয়ে সৃষ্টি তদন্ত করার। তার পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে যেসব নেতাদের নামে অভিযোগ উঠেছে তাদেরকেও আইনের আওতায় এনে তদন্ত করার দাবি করা হয়েছে।



ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৩												
7	5	2	8	3	6							
3	2	7	5		4							
8	4	9										
3	8											
5	6											
9	4	8	3	6								
5	6	3	9									
9			5	4								

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ধাঁধা কথার ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি X ও ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৯২ এর উত্তর												
3	9	2	1	7	4	8	6	5				
4	5	1	8	6	2	9	7	3				
7	6	8	3	9	5	2	4	1				
6	2	9	4	3	1	5	8	7				
8	3	7	6	5	9	1	2	4				
1	4	5	7	2	8	3	9	6				
5	1	4	2	8	7	6	3	9				
2	7	3	9	1	6	4	5	8				
9	8	6	5	4	3	7	1	2				

মোদির সফর ঃ উদয়পুরে প্রতিমা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে সফল করার লক্ষ্যে এখন রাজ্য বিজেপি



নেতা-নেত্রীরা প্রস্তুতি নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। শনিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উদয়পুরে এই বিষয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে

বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমতিয়া, বিপ্লব কুমার ঘোষ-সহ দলীয় নেতৃত্ব। বৈঠকের আগে

রাজ্যবাসীর জন্য আনন্দের খবর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্যই আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দর নতুনভাবে সেজে উঠেছে। সেটিকে আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে ছোট বিমান চলাচলের জন্য। রাজ্য সরকার সম্প্রতি টিএসআর এবং এসপিও নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত বেকারদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে। এক সাথে এত সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে দু-তিনদিনের ব্যবধানে। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেবে বলে প্রতিমা ভৌমিক জানান। প্রায় তিন হাজার বেকারের একসাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করায় রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এলাকাবাসীর হাতে আটক বিদ্যুৎকর্মীরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আনন্দনগর, ১ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীনগর থানাধীন মধুবন এলাকার নাগরিকরা বিদ্যুৎ সমস্যায় নাজেহাল হচ্ছেন। বিদ্যুৎ নিগম দফতরে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। স্থানীয় নাগরিকরা এই প্রতিবাদে শনিবার রাস্তা অবরোধ করে। বিদ্যুৎ নিগম কর্মীরা পরবর্তী সময় সেখানে আসলেও তাদেরকে আটকে রেখে দেয় নাগরিকরা। পরবর্তী সময় শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশকে জানানো হয় একবার যদি এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে



দুতিন দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা একবারে বন্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেন, গুরুবরা রাতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এদিন দুপুর পর্যন্ত কারোর দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তারা রাস্তা অবরোধ করতে একপ্রকারে বাধ্য হন। পুলিশের তরফ থেকে নাগরিকদের বলা হয়, যেকোনও সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরও আন্দোলন করার অধিকার আছে। কিন্তু আন্দোলন করতে গিয়ে অন্য কারোর যাতে সমস্যা না হয় সেই বিষয়টিও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কর্মীদের আটকে রাখাটা খুবই অন্যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাগরিকদের আন্দোলন করার কথা বলেন পুলিশ কর্মীরা। তবে স্থানীয় নাগরিকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজী হননি। দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়ার পরই আন্দোলন প্রত্যাহার হয়। নাগরিকরা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ফলে প্রতিনিয়ত জল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এলাকায় কিছু পরিবার আছে যারা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে কোথাও জল পান না। তাই এই ধরনের সমস্যা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামীদিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন। এদিনের আন্দোলনে এলাকার সব অংশের নাগরিকরাই शामिल হন। যে কারণে পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থলে গেলেও তাদেরকে বাগে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

নতুন বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের ভাটা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ জানুয়ারি।। প্রতি বছর ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন পর্যটকদের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা থাকে না সিপাহিজলা পিকনিক স্পট, নৌকাঘাট এবং অভয়ারণ্যে। কিন্তু এবার খোঁসা গেল অন্য চিত্র। নববর্ষের প্রথম দিনে পর্যটকশূন্য সিপাহিজলা অভয়ারণ্য-সহ তৎসংলগ্ন এলাকা। পিকনিক স্পট এবং অভয়ারণ্যের ভেতরে সাউন্ড সিস্টেম এবং মদ নিয়ে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না বন দফতর এবং পুলিশকর্মীরা। তারা বলেন পর্যটকরা গাড়ি নিয়ে সিপাহিজলা অভয়ারণ্য'র মূল ফটক থেকে ঘুরে চলে যাচ্ছে অন্য পিকনিক স্পটে। বৃহ বছর পর এ ধরনের চিত্র উঠে এসেছে বলে জানান মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বন দফতরের কর্মীরাই। তাদের বক্তব্য, অন্যান্য বছরগুলিতে পা ফেলার জায়গা থাকতো না এই স্থানে। অসংখ্য সংখ্যায় পর্যটক এবং গাড়ির ভিড় থাকতো। গতবছর এমন দিনে



পর্যটন কেন্দ্রের মূল ফটক থেকে গাড়ির লাইন বিশালগড় স্ট্যান্ড এবং চড়িলাম পুরানবাড়ি পর্যন্ত ছিল। যে ভিড় এবং যানবাহনের সমালোচিত গিয়ে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে পর্যন্ত ময়দানে নামতে হয়েছিল কিন্তু এই বছর চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একেবারে ফাঁকা সিপাহিজলা পিকনিক স্পট অভয়ারণ্য এবং নৌকাঘাট স্থানে থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন এমন পরিস্থিতি পূর্বে কোনদিন হয়নি। তাছাড়া পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা পর্যটকদের গাড়ি তল্লাশির নামে তোলা আদায় করার অভিযোগ তুলেছিল পর্যটকরা। বিশালগড় থানার পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীদের তোলা লেলার ভয়েও এবছর ইংরেজি নববর্ষে পর্যটকরা এখানে আসেন এমনটাই বলেছেন অনেক পর্যটক এবং বনদফতরের সং এবং নিষ্ঠাবান কর্মীরা। সিপাহিজলা পর্যটনকেন্দ্র ইংরেজি নববর্ষের দিনে এমন চিত্র পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো প্রশ্ন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলে।

NOTICE INVITING TENDERS
College of Agriculture, Tripura invites offline tenders for Aspee Manual Operator Sprayer (16 lits) for 'Promotional Activities of Vegetable in NEH Region' at College of Agriculture, Lembucherra, West Tripura. The bid document is available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, <http://coatripura.ac.in/>. **Last Date and time of submission of the tender is 7th day from the date of publication of this NIT in local daily upto 03.00 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.**

Sd /-
(Dr. T. K. Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/C-3204-21

পর পর দুটি দুর্ঘটনায় আহত সাত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়/কমলাসাগর, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যজুড়ে যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বিশালগড় মহকুমায় যান দুর্ঘটনার হিড়িক লেগে রয়েছে। শনিবার ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে পৃথক দুটি যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে সাত জন। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানাধীন কেনানিয়া বাজারে। অটো



ও গণ্যবাহী চার চাকা গাড়ির সংঘর্ষে ৪ জন আহত হয়। জানা যায়, এদিন কমলাসাগর থেকে রাস্তারমাথা আসার সময় যাত্রীবাহী অটোরিকশার সঙ্গে গণ্যবাহী গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলেন পীযুষ দেব, রঞ্জিত সেন, সুরত পাল। যদিও একজনের নাম জানা যায়নি। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে রাস্তারমাথাস্থিত জাতীয় সড়কের উপর। একটি মার্কিট গাড়ি এবং চার চাকার গণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়। মার্কিট গাড়িটি উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় আগরতলা থেকে বিশালগড় এর দিকে আসা গণ্যবাহী গাড়িটির সঙ্গে জাতীয় সড়কের উপর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলেন তাপস চৌধুরী, বিক্রম সাহা, সুরজিৎ মালিকার। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আহতদেরকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাপানিয়া হাসপাতালে আহতদেরকে রেফার করা হয়। যদিও রাস্তারমাথা এলাকায় অনেকদিন ধরে নাগরিকরা ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি করে আসছে। বিশালগড় মহকুমার বেশ কয়েকটি স্থান দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এসব স্থানে ট্রাফিক পুলিশের সুনির্দিষ্ট তদারকি না থাকায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে বলে নাগরিকরা জানিয়েছেন। অতিসত্বর যাতে এসব এলাকাগুলোতে ট্রাফিক ব্যবস্থা করা হয় তার দাবি রাখেন স্থানীয়রা।

সৌর লাইটের ব্যাটারি চুরির হিড়িক দামছড়ায়!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পানিসাগর মহকুমার দামছড়া ব্লকের ১৩টি ভিলেজ কমিটি এলাকার গিরিবন্দরে, পাহাড়-সমতলের বিদ্যুৎহীন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাগুলিতে স্থাপন করেছিল অসংখ্য সৌর লাইট। এতে সরকারের কোষাগার থেকে কোটি টাকা ব্যয় হলও জনগণ কিন্তু দু-হাত তুলে সরকারের এই প্রকল্পকে আশীর্বাদ করেছিল। কারণ রাতের বেলায় চলাফেরা করতে মানুষকে আর টর্চলাইট ব্যবহার করার প্রয়োজন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। এমনকি বাড়-তুফানের সময় বিদ্যুৎ পরিষেবার দীর্ঘ বিস্ফাট ঘটলেও এসব সৌর লাইট নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। প্রবাদ আছে, কয়লা, ধুইলেও নাকি ময়লা যায় না। তেমনি এক শ্রেণির আত্মার্থ নির্ভর মানুষের স্বভাবও বদলায় না- তা বাম-রা-ম যে আমলই হোক না কেন। সৌর লাইট স্থাপনের পর এক দুইমাস ভালভাবে চললেও স্বার্থান্বেষীদের লোভপুদুষ্টি পড়ে এসব সৌর লাইটের উপর। তুলনায় নির্জন ও নিশ্চল স্থান থেকে এসব সৌর লাইট চুরি হতে থাকে। কেউ কেউ সরকারি সড়ক থেকে তুলে নিজ বাড়িতে নিয়েও স্থাপন করেছে। দামছড়া ব্লক হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে জনৈক বাদল দে'র বাড়ির সন্নিকটস্থ সোনার লাইট রয়েছে। কিন্তু ব্যাটারি চুরি যাওয়ায় ওই এলাকায় অন্ধকার নেমে এসেছে। গ্যাস এজেন্সি থেকে পূর্ত অফিসের ● এরপর দুইয়ের পাভায়

দেশি বন্দুক, নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার সুমন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বন্ধনগর, ১ জানুয়ারি।। বছরের প্রথম দিনেও রাজ্যে নেশার রমরমা ব্যবসা চলছে। সোনামুড়া এবং পানিসাগরে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করে পুলিশ এবং বিএসএফ সাফল্য পেয়েছে। সোনামুড়ায় সীমান্তের কাছে এক বাড়ি থেকে ব্যাপক পরিমাণে নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয় এক নেশা কারবারিকে। অন্যদিকে পানিসাগরেও একটি মোটর সইকেল থেকে ফেলে যাওয়া ১২.৩২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সদর দফতর জানিয়েছে, শনিবার ভোরে সোনামুড়ার এসডিপিও এবং বিএসএফ যৌথভাবে দুর্গাপুরের সুমন মিস্যার বাড়িতে অভিযান করে। তার ঘর থেকে একটি দেশি



মামলাও নেওয়া হয়েছে। বৃহদিন ধরেনি অভিযোগ ছিল সুমন নেশার ট্যাবলেট বিক্রি করে। তার কাছে পিস্তল থাকায় এলাকার কেউই বাধা দিতো না। কিন্তু পুলিশ এবং বিএসএফ'র যৌথ অভিযানে ধরা

পড়ে গেছে কুখ্যাত এই নেশা কারবারি। অন্যদিকে, পানিসাগরের জলাবাসী এলাকায় একটি নম্বর বিহীন মোটর সইকেল পুলিশকে

দেখে পালিয়ে যায়। বাইক থেকে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট রাস্তায় পড়ে। এই প্যাকেটে ১২.৩২ গ্রাম হেরোইন পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ নেশা দ্রব্য নিয়ে যাওয়া বাইকটি আটক করতে পারেনি।

কালভাট নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকুরায়, ১ জানুয়ারি।। কুমারঘাট-কৈলাসহর সড়কের



আশ্রমপল্লী এলাকায় নির্মীয়মান কালভাট নিয়ে স্থানীয় লোকজন ক্ষোভ জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এলাকায় তিনটি কালভাট নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু

নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে চলছে না বলে তাদের অভিযোগ। বেসরকারি সংস্থার হাতে এই



কালভাট নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জানা গেছে, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত ১৬টি কালভাট নির্মিত হবে। কুমারঘাট ব্লকের আশ্রমপল্লী এলাকায় যে

তিনটি কালভাটের কাজ চলছে তা যেকোনও সময় বন্ধ করে দিতে পারে এলাকাবাসী। শনিবার সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে নাগরিকরা এমনটাই জানিয়েছেন। তাদের কথা অনুযায়ী কাজের গুণমান খুবই নিম্নমানের। এই বিষয়ে তারা দায়িত্বপ্রাপ্তদের আগেই সতর্ক করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অনেকের অভিযোগ করেছে সরকারিভাবে কাজের তদারকি করা হচ্ছে না বলেই এই ধরনের কাজ হচ্ছে। এর আগেও বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজ নিয়ে নাগরিকদের তরফে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কোনও অভিযোগেরই সঠিকভাবে তদন্ত করা হয়নি।

নববর্ষের শুরুতেই যান দুর্ঘটনার হিড়িক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া/উদয়পুর/তেলিয়ামুড়া, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই যান দুর্ঘটনার হিড়িক পড়ে যায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন প্রচুর সংখ্যক মানুষ। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা এখনও সংকটজনক। শনিবার দুপুরে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কের ভবানীপুর এলাকায় এক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন তিনজন। তাদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় সোনামুড়া হাসপাতালে। পরবর্তী সময় তিনজনকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। আহতরা হলেন জীবন দেবনাথ (৩০), সরস্বতী দেবনাথ (২৬) এবং সঞ্জয় দেবনাথ। বাইক এবং মারগতি ভ্যানের সংঘর্ষে এই বিপত্তি ঘটে। জীবন দেবনাথের স্ত্রী সরস্বতী দেবনাথ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিআর-০৩-জে-৯৪২৪ নম্বরের বাইকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে টিআর-০৭-সি-০৩৬৮ নম্বরের

মার্কিট ভ্যানের। মার্কিট ভ্যানের চালকের নাম মৃণাল কান্তি বর্মণ। ঘটনার খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং মার্কিট ভ্যান আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, উদয়পুর চন্দ্রপুর ৭ নং কলোনি এলাকায় বাইক এবং গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হন

পুলিশের হেফাজতে আছে। অপরদিকে এদিন সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়ার মহারানিপুর বটতলি বাজার এলাকায় এক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দিলীপ কুমার দেব। তার বাড়ি নেতাজিনগর এলাকায়। দিলীপ কুমার দেব বটতলি বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে



শান্ত মারাক। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এসে বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে শান্ত মারাককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময় গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বাইক এবং গাড়ি এখন

পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনা দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে পরবর্তী সময় তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত গাড়িটির হদিশ মেলেনি।

পুলিশের জালে বাংলাদেশি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১ জানুয়ারি।। বাংলাদেশি এক ব্যক্তিকে আটক করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। গুরুবরা সন্ধ্যা রাতে তাকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো এদিন ধৃত ওই বাংলাদেশি ব্যক্তিটি সামান্য কিছু লোহার ভাঙচোরা ভর্তি এক ব্যাগ হাতে নিয়ে থানা এলাকার বাঁশপুকুর গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আনাগোনা করছিল। প্রকৃত অর্থে ভাঙচোরা ক্রয় করার নামে বাস্তবে কিছু প্রতিফলন স্থানীয়রা দেখছিল না। তাতে এলাকাবাসীদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তখন স্থানীয় কিছু



লোকজন তাকে আটক করে যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে খবর পাঠায়। পুলিশ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ দিন সন্ধ্যার সময় তাকে থানায় নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা যায় তার নাম আবুল হোসেন (৫০) পিতা খোরশিদ মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার মাথাভাড়া গ্রামে। যাত্রাপুর থানার সমস্যা পড়লেন। আমবাস পুর সোনামুড়া থানা এলাকার সীমান্ত পার করে ● এরপর দুইয়ের পাভায়

মূল্যবৃদ্ধির জেরে আখ চাষে বিরূপ প্রভাব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবালা, ১ জানুয়ারি।। মূল্যবৃদ্ধির জেরে সাধারণ মানুষের জীবনে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকরাও চাষাবাস করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। আমবাস পুর পরিষদের ২নং ওয়ার্ড আশ্বেদকরনগর এলাকার আখ চাষিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, একমাত্র মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদেরকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যে কারণে এবার আখের ফলন ভালো হয়নি। একজন আখ চাষি জানান, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তিনি এই কাজ করছেন। এই বছর ৬ কানি জমিতে তিনি আখ চাষ করেন। কিন্তু আগের তুলনায় এবারের ফলন ভালো হয়নি। তার কারণ, সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। যে কারণে তিনি সঠিকভাবে আখের পরিচর্যা করতে পারেননি। ওই এলাকার আখ চাষিরা নিজেরাই বাড়িতে গুড় তৈরি করেন। সেই গুড় বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। এমন প্রতি টিন গুড়ের দাম ২২০০ টাকা। এক টিনে ২৪ থেকে ২৫ কেজি গুড় থাকে। সরকারিভাবে অনেক চাষি কোনও সাহায্য পাননি। যে কারণে তারা চাষের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন না।

<

Sd/- Illegible
(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R&B)
Dharmanagar, North Tripura

জানা অজানা

নাসার দ্বিতীয় প্রশাসক জেমস ওয়েব

জেমস এডউইন ওয়েব যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার দ্বিতীয় প্রশাসক। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের পরের অন্যতম প্রধান প্রজেক্ট, অ্যাপোলো অভিযানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নিজে তিনি বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী নন। তবে নাসার বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযানে বড় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬১ সালের

ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নাসায় সরকারের নিয়োগ করা প্রধান প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অনেকে মনে করেন, নাসার অন্য যেকোনো প্রশাসকের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রকৌশল গবেষণায় তাঁর অবদান বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি যাটের দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদে একজন মানুষ পাঠানোর ঘোষণা দেন। যাটের দশকজুড়ে নাসা এই লক্ষ্যে কাজ করছিল। জেমস ওয়েব মনে করতেন, মানুষের চাঁদে অভিযান শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্পেস রেস বা প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। অ্যাপোলো অভিযান মানুষের মহাকাশভ্রমণ ও স্পেস রেসের সঙ্গে বিজ্ঞানের ভারসাম্য তৈরি করবে।

টেক্সাসে মৌখিক ইতিহাস চর্চার এক প্রকল্পে জেমস ওয়েব তখনকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে নিজের চিন্তার কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন, ‘আমি যত দিন আছি, তত দিন শুধু একটা অর্জনের জন্য কাজ করব না। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকারও বেন হয়, তা নিশ্চিত করব।’

নাসায় জেমস ওয়েবের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যাটের দশকের মহাকাশ গবেষণা এখনো অতুলনীয়। ওই সময় নাসা রোবটিক মহাকাশযান বিনিয়োগ করে। এ ধরনের মহাকাশযানের মাধ্যমে চাঁদের পরিবেশ নিয়ে অনুসন্ধান করেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর মানুষ এ সময় প্রথম পৃথিবীর বাইরে মহাকাশের ছবি দেখতে পায়। এই উদ্যোগ মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে গবেষণায় ভূমিকা রাখে। তাঁর উদ্যোগেই পরে ‘লার্জ স্পেস টেলিস্কোপ’ তৈরির কাজ শুরু হয়। পরে যার নাম বদলে রাখা হয় ‘হাবল স্পেস টেলিস্কোপ’। ১৯৬৯ সালের জুলাইয়ে প্রথম চাঁদে অবতরণের কয়েক মাস

আগে জেমস ওয়েব নাসা থেকে অবসর নেন। তাঁর সময়ে নাসা ৭৫টির বেশি মিশন হাতে নেয়। এগুলোতে অনুসন্ধান করা হয় সূর্য, ছায়াপথ ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে মহাকাশের অজানা পরিবেশ নিয়ে। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট ও সোলার অবজারভেটরির মতো প্রজেক্টগুলোর ভিত্তি তৈরি হয় এর ফলে।

তিনি নাসায় বিজ্ঞান গবেষণার ওপর জোর দিয়েছিলেন। চালু করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগার তৈরি ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট কেনেডি যখন তাঁকে নাসার প্রশাসক হিসেবে কাজ করতে বলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তিনি বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী নন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল টুয়ান প্রশাসনে ‘আবার সেক্রেটারি অব স্টেট’ হিসেবে কাজ করার। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্মের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ম্যাকডোনেল এয়ারক্রাফট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ব্যবসা, রাজনীতি ইত্যাদিতে তাঁর দক্ষতা ছিল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘নাসার এ পদের জন্য আমি সেরা লোক নই। এ পদে কোনো বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলীকে নেওয়া যেত।’ ঘোষণাধারের আগে নাসার বিজ্ঞানীরাও তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মহাকাশবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও মহাকাশ প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যুক্ত করার ইচ্ছা আছে, এমন কাউকে চেয়েছিলেন। যোগদানের কয়েক মাসের মধ্যে এসব কাজে উদ্যোগ নিয়ে জেমস ওয়েব নিজেকে প্রমাণ করেন। তাঁর অধীনে অ্যাপোলো প্রোগ্রামের সময় নাসায় কাজ করতেন পঁয়ত্রিশ হাজার লোক। চার লাখ চুক্তিবদ্ধ কর্মী ছিলেন বিভিন্ন কোম্পানি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব মানুষই সে দশকের শেষে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ও সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন। মানুষকে চাঁদের মাটিতে নামার সব ব্যবস্থা করে দেন তাঁরা। এ রকম নেতৃত্বের কারণেই জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণার বর্তমান ভিত্তি তৈরি সম্ভব হয়েছে।

জল নিয়ে বিপাকে গিরিবাসীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হেজামারা, ১ জানুয়ারি।। মডেল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জলের সমস্যা কবে নাগাদ দূর হবে তা কেউই বলতে পারছেন না। সরকার মুখে মুখে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলছে কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে জল সরবরাহ করা হবে তা নিয়ে কারোর যেন মাথাব্যথা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হেজামারা ব্লক এলাকার কথা। সেখানকার বহু পাড়ায় এখনও পর্যন্ত জলের কোনো স্থায়ী উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। নাগরিকরা অনেক কষ্ট করে দূরদূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করে। তাও আবার ছড়া কিংবা গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ



করা হয়। সেই জল পান করে তাদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যাও হচ্ছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। স্থানীয় নাগরিক বিনয় দেববর্মা সাবাবদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, জম্বের পর থেকেই জলের জন্য তাদের কষ্ট করতে হচ্ছে। অনেক দূর থেকে জল সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। টিলা অতিক্রম করে পাহাড়ের পায়ে গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করেন তারা। তাদেরকে বিভিন্ন সময় নেতারা জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সরকারই তাদের জন্য জলের ব্যবস্থা করেনি। যে কারণে নাগরিকরা সরকারের উপর থেকে একেবারেই আস্থা হারিয়ে ফেরেছেন। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও জল নিয়ে প্রতিনিয়ত তাদের নাজেহাল হতে হয়। তবে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দু’দিন দিন তাদেরকে বিদ্যুৎ ছাড়াই কাটাতে হয়। পরে অবশ্য বিদ্যুৎ পরিবেশা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জলের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

বিদেশি অনুদানের অনুমোদন রদ করল শাহ’র স্বরাষ্ট্রদফতর

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি।। মাদার টেরিজার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিদেশি টাকা অনুদান নেওয়ার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর পরে তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এবার জানা গেল একইভাবে দেশের প্রায় ছ’হাজার বেসরকারি সংস্থার ফরেন কনট্রিবিউশন (রেগুলেশন) আ্যাক্ট (এফসিআরএ) রেজিস্ট্রেশন আপাতত বাতিল হয়ে গিয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাম ইন্ডিয়া ট্রাস্ট, ইন্ডিয়ান ইউথ সেন্টার ট্রাস্ট, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে যেসব সংস্থার

এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদেশি অনুদান নেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। সেটা শেষ হতেই বদলে গিয়েছে দেশে বিদেশি অনুদান নিতে সক্ষম এমন সংস্থার সংখ্যা। তবে বেশ কিছু সংস্থার লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে একদিনের জন্যও লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়েনি ৫, ৯৩৩টি সংস্থার। শুক্রবারও এই তালিকায় থাকা সংস্থার সংখ্যা ছিল ২২,৭৬২টি। সেটাই কমে শনিবার ১ জানুয়ারি হয়ে গিয়েছে ১৬, ৮৩৯টি। প্রসঙ্গত, কোনও সংস্থাকে বিদেশি অনুদান নিতে হলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। প্রথমত দিল্লির একটি নির্দিষ্ট স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় এর জন্য অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেই ছাড়পত্র পুনর্নবীকরণও করতে হয়। এখনও পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ছয় হাজার সংস্থার আর্জি খতিয়ে দেখা হয়েছে। তই সমস্ত এনজিও-র ছাড়পত্রের মেয়াদ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মিশনারিজ অব চ্যারিটি, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতো সংস্থা এর সুবিধা পাবে না। কারণ তাদের আর্জি খরিজ হয়ে গিয়েছে। ফলে এই সংস্থাগুলি বিদেশি অনুদানের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর কোনও অর্থ নিতে পারবে না। সেই অর্থ খরচও করতে পারবে না। কেন্দ্র এই পদক্ষেপ করায় বিরোধীদের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি সরকার তথা বিজেপি আসলে সংখ্যালঘুদের নিশানা করতে চাইছে। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বেই এ

নিয়ে সরব হন। বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিদেশি সংবাদমাধ্যমে এ দেশে খ্রিস্টানদের উপরে ‘হামলার’ খবর তুলে ধরেন। বলেন, “আমাদের দেশের অনেকেই বালিতে মুখ গুঁজে থাকলেও গোটা বিশ্ব দেখছে।” এর বিরুদ্ধে মুখ খোলার ডাক দিয়ে রাখলেন মন্তব্য, “অন্যায়ের সময় মুখ বুজে থাকাও সমান অপরাধ।” প্রসঙ্গত কলকাতার মিশনারিজ অব চ্যারিটি ২০২০-২১ আর্থিক বছরের লেন-দেনের হিসেব পেশ করেছিল, তাতে বলা হয়েছে, সংগঠন ৩৪৭ জন ব্যক্তি ও ৫৯টি সংস্থার থেকে মোট ৭৫ কোটি টাকা বিদেশি অনুদান পেয়েছিল। সব থেকে বেশি অনুদান আসে আমেরিকা ও ব্রিটেন থেকে। আগের বছরের বিদেশি অনুদান বাবদ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে ২৭.৩ কোটি টাকা ছিল।

রাজ্য ফের আক্রান্ত তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার/কাঁকড়াবন, ১ জানুয়ারি।। ফের রাজনৈতিক হিন্সা শুরু হয়েছে রাজ্যে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নতুনবাজারে এক সভায় হামলার ঘটনা ঘটে। যে হামলায় আক্রান্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা। যখনে আক্রান্ত হয়েছে খোদ জাতীয় পতাকাও। জানা গেছে, এদিন ছিলো তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিবস উপলক্ষে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য অনিতা দাসের নেতৃত্বে কাঁকড়াবনেও এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা

হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। এতে বেশ কয়েকজন আহত



হয়েছেন। এদিন নতুন বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে ফল ও মিস্তি বিতরণ করা হয়। সেই অনুষ্ঠান

সেরেই কর্মীরা বাড়ি ফেরার পথে

নতুনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালের

তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশের সামনেই এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ সবকিছু দেখে শুনেও কোনও কিছুই না দেখার ভান করেছে। ফলে, আক্রমণের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে। পুলিশ সন্ধিগ্হ হলে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর এত নগ্নভাবে আক্রমণ হতো না বলেও তাদের বক্তব্য। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এইভাবে পেশী শক্তি ব্যবহার করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না বিজেপি। তবে শাসক দল যেভাবে তৃণমূল নেতৃত্বের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তা সাংবিধানিক কাঠামো বহুমাত্রিক রাজনৈতিক উন্মোগকে কুঠারঘাত করে বলে তাদের অভিমান।

ঢাল তলোয়ারহীন দমকল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি। কুয়েতে পড়লে উদ্ধারের জন্য দমকল এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাছে কোনও ব্যবস্থা নেই। শনিবার এক গরু উদ্ধারের ঘটনা খিঁচিয়ে আবারও এটি পরিষ্কার। দমকল এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রায় দুই ঘণ্টার উপর লাগলো একটি গরু উদ্ধার করতে। এই ঘটনা শনিবার শহরতলির ভালুকিয়া টিলা এলাকায়। এদিন দুপুরে ভালুকিয়া টিলা এলাকায় একটি গরু কুয়েতে পড়ে যায়। গরুর মালিক ঘটনাটি দেখতে পেলে দমকলে খবর দেন। কিন্তু দমকল কর্মীরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাদের কাছে কুয়ো থেকে গরু উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা নেই। দমকলের পর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও গরু উদ্ধারের জন্য কোনও ধরনের মেশিন নেই বলে জানানো হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা গরুটি পড়ে থাকে কুয়োর মাথো। কিন্তু গরুটি উদ্ধারে দমকল অথবা আপকালীন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের দেখা মিলেনি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের চাপে দমকল এবং আপৎকালীন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের লোকজন যান। কিন্তু তারাও কিছুতেই গরুটি তোলার মত উপায় খুঁজে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

রোজ ডিম খাচ্ছেন? এর ফলে কী হতে পারে জানেন

অনেকেই রোজ জলখাবারে একটা বা দুটো ডিম খান। তার কারণ ডিমে হাজারো পুষ্টিগুণ রয়েছে। শরীরের নৈনিক যতটা প্রোটিন দরকার, তার বেশির ভাগটাই ডিম থেকে চলে আসে। তাছাড়া নানা ধরনের ডিমচিনিম তো রয়েছেই। কিন্তু রোজ ডিম খেলে সমস্যাও হতে পারে। এমনকী রোজ একটি করে ডিম খেলেও সমস্যা হতে পারে। এমনই বলাছে

হালের গবেষণা। সম্প্রতি ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশনে প্রকাশিত হয়েছে একটি গবেষণাপত্র। সেখানে বলা হয়েছে, কয়েকজন গবেষক প্রায় ১০ বছর ধরে ৮০০০ মানুষের রক্ত পরীক্ষা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই ৮০০০ মানুষের প্রত্যেকেই ডিম খান। কেউ রোজ একটি, কেউ দু’টি, কেউ বা তারও বেশি। আবার এমন অনেকে আছেন, যারা



কয়েক দিন অন্তর আর ডিম খান। কী আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা? তাঁদের দাবি, নিয়মিত ডিম

খেলে, তা সে একটা করেই হোক না কেন, টাইপ ২ ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বিপুল ভাবে বেড়ে যায়।

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে ভিড়ের চাপে মৃত ১২, আহত ২০

শ্রীনগর, ১ জানুয়ারি।। বছরের প্রথম দিনেই খারাপ খবর। কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১২ জনের। আহত হয়েছেন ২০ জন। বছরের প্রথম দিন ত্রিট্ট পাহাড়ের মাথায় মন্দিরে অত্যধিক ভিড় হয়। মন্দিরের ৩ নম্বর গেটের কাছে ভিড়ের চাপেই হুড়োহুড়ি এবং সেখান থেকেই এই দুর্ঘটনা। আজ একেবারে ভোরবেলায় এই আর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আহতদের দ্রুত নারাইন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই মুহূর্তে মন্দির যাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। জানা গেছে, মৃতরা দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, ‘মাতা বৈষ্ণোদেবী ভবনে ভিড়ের চাপে মৃত্যুর ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সান্ধ্বনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হোক এই কামনা করি।’ এই টুইটের অনতিবিলম্বেই আর একটি টুইট হয়ে মোদি জানান, ‘প্রাথমিকভাবে ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতের নিকটজনদের ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। এদিকে জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অফিস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, মৃতদের নিকটজনদের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। আহতরা পাবেন ২ লক্ষ টাকা করে। এই দুর্ঘটনার খানাতোল্লাশ করতে একটি অনুসন্ধান কমিটিও গড়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ১০ মন্ত্রী ২০ বিধায়ক আক্রান্ত

মুম্বই, ১ জানুয়ারি।। প্রতিদিন আতঙ্ক বাড়়াচ্ছে ওমিক্রন। নতুন বছরের শুরুতেও সেই ধারা অব্যাহত রইল। সম্ভবত করোনার নতুন স্ট্রেনের দাপটেই একলাফে অনেকটা বেড়ে গেল দেশে করোনার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমানে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশি। অ্যাকটিভ কেস লাখ পেরিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জানা গেল, মহারাষ্ট্রের ১০ মন্ত্রী এবং ২০ জন বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন একথা জানান সে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। শনিবার মন্ত্রী ও বিধায়কদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানানোর পাশাপাশি মহারাষ্ট্র বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের সময় কমানো হচ্ছে বলেও জানান অজিত পাওয়ার। বলেন, “সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে যে রাজ্যে দ্রুত ছড়াকছে করোনা। এই কারণেই বিধানসভার অধিবেশন কমিয়ে ৫ দিন করা হয়েছে। আমাদের ১০ জন মন্ত্রী ও ২০ জন বিধায়ক ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।” রাজ্যে লকডাউন হতে পারে কিনা প্রশ্ন করা হলে অজিত পাওয়ার বলেন, “লকডাউন জারি করার আগে আমরা দেখে নিতে চাইছি দিন প্রতি কী হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। যদি দ্রুত হারে করোনা সংক্রমণ ব্যাপ্তেই থাকে তবে বাধ্য হয়ে কড়া বিধিনিষেধ জারি করতে হবে। আশা করি সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে না।” বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর কোভিড বিধি মানতেই হবে, শনিবার বলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, “ভিড় কমাতে হবে, করোনার নতুন স্ট্রেন দ্রুত গতিতে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।” বলেন, “করোনা দ্বিতীয় চেউয়ে আমরা অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়েছি। প্রত্যেক মানুষের জীবন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই, সকলে সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন।”

পর্যটন কেন্দ্রে গুন্ডামি, রক্তাক্ত ৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১ জানুয়ারি।। পিনকিন থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত ৬ যুবক। ভাঙুর চালানো হয় গাড়িতে। ব্যাপক সংঘর্ষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ছবিমুড়া এলাকায়। এই ঘটনায় ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। ছবিমুড়ার মত পর্যটন কেন্দ্রে প্রশাসনের উদাসীনতায় গুন্ডামি বেড়েছে বলে অভিযোগ। জানা গেছে, শনিবার বছরের প্রথম দিনে ছবিমুড়ায় ব্যাপক ভিড় হয়। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের দেখা পায়নি পর্যটকরা। ছবিমুড়ায় সৌন্দর্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের পর্যটন দফতর বহুবার প্রচার করেছেন। ছবিমুড়াকে আমামজনের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। অথচ ছবিমুড়ায় সৌন্দর্য রক্ষা নিয়ে সরকারি উদাসীনতায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। এর মধ্যেই শনিবার ছবিমুড়ার স্থানীয় কিছু মস্তানের মারে আতত হয়েছেন ৬ যুবক। জানা গেছে, উদয়পুর থেকে অঞ্জন দাস তার ৫ বন্ধুকে নিয়ে ছবিমুড়ায় যান। সেখানে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের একটা কাটাকাটি হয়। পরে সবকিছু স্বাভাবিকও হয়ে যায়। ছবিমুড়া থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে থাকছড়ায় তাদের পথ আটকানো হয়। টিআর০৩জে০৫৪১ নম্বরের ওয়াগনার গাড়ি থেকে অঞ্জন সহ তার বন্ধুদের নামিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয়। গাড়িতে ভাঙুর করা হয়। তাদের চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে আসেন। এলাকাবাসীরা তিনজনকে আটক করে ফেলে। তাদের বীরগুপ্ত থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় থানা থেকে ওই যুবকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাঁটাতার শেষ হবে আগামী বছর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগামী বছরেই ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ শেষ হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএসএফ’র ত্রিপুরা ইন্সপেক্টর অাইজ সুশান্ত কুমার নাথ। ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রায় ৮৫২ কিলোমিটার, তার পুরোটাই বাংলাদেশের সাথে। তিনি বলেছেন রাজ্যের এই দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তের পঁচালি শতাংশ জায়গাতেই কাঁটাতার বসে গেছে। ৩১ কিলোমিটার এলাকায় এখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ চলছে। সিঙ্গেল লাইন ফেন্সিং রাজ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে। ১০ কিলোমিটার কাঁটাতার শেষ হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যেই ফেন্সিং’র কাজ শেষ হবে, ফ্লাড লাইটও বসে যাবে বলে মনে করেছেন আইজি। ত্রিপুরায় পনের বছরের বেশি সময় ধরে কাঁটাতার বসানোর কাজ চলছে। এখনও সব শেষ হয়নি, শেষ হবার অনেক ডেট লাইন আগেও শোনা গেছে। কোথাও কোথাও প্রতিদশেী দেশের আপটিতেও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে যেসব অঞ্চলে কাঁটাতার আছে, সেসব অঞ্চলেও চোরাকারবার যথেষ্টই আছে। আছে অবৈধ যাতায়াতও। মাঝে মাঝেই যখন অবৈধ পারপারকারী ধরা পড়েন, তখন বিষয়গুলি প্রকাশ্যে চলে আসে। বিএসএফ’র সাথে চোরাকালানকারীদের সখাতার অভিযোগ বহু পুরানো।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

রোজ ডিম খাচ্ছেন? এর ফলে কী হতে পারে জানেন

একই ধরনের আরও একটি গবেষণা চালানো হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়ার গবেষকদের তরফেও। তাঁরাও দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে আবিষ্কার করেছেন, ডিমের বেশ কিছু উপাদান টাইপ ২ ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এবং এই আশঙ্কা পুরষাদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি। তবে এই সমস্যা থেকে বাঁচার রাস্তাও আছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, টাইপ ২ ডায়াবিটিসের প্রধান কারণ ডিমে থাকা কোলাইন। এটি মূলত কুসুমেরি থাকে। ফলে কুসুম বাদ দিলে এই সমস্যার আশঙ্কা কমে। তাছাড়া নিয়মিত ডিম খেলে তার সঙ্গে যদি প্রতিদিন আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এবং তাহলেও এই আশঙ্কা কমাতে পারে। তবে ডায়াবিটিসের লক্ষণ থাকলে ডিম খাওয়াও আগে চিকিৎকের সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই ভালো।

রঞ্জি-তে চার চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরার গ্রুপে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : আসন্ন রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে চার প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন টিম। বলা যায়, একেবারে বাঘের মুখে পড়েছে রাজ্য দল। এই অবস্থায় দলের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলাই বাহুল্য। আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি। বর্তমানে রাজ্য দল ব্যঙ্গালুরুতে অনুশীলন করছে। প্রসঙ্গত, ব্যঙ্গালুরুতেই এবার ত্রিপুরার গ্রুপের ম্যাচগুলি হবে। তাই আগেই টিসিএ দলকে ব্যঙ্গালুরুতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বেশ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বলা যায়। তবে সমস্যা হলো, ত্রিপুরার সামনে এবার বিশাল চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কিতাবে করবে সেটাই এখন দেখার। আগামী ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারি

ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বাংলা। ২০ থেকে ২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে আরও প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন দল হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এখানেই শেষ নয়, ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। এছাড়া ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরাকে খেলতে হবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। বিদর্ভ এবং রাজস্থানও প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন। ত্রিপুরার গ্রুপে একমাত্র কোরালাই রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। তবে কোরালা থেকে অনেক জাতীয় ক্রিকেটার উঠে এসেছে স্বভাবতই ত্রিপুরাকে এবার কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে। এই অবস্থায় রাজ্য দলকে নিয়ে স্বভাবতই আশা এবং আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। দল গঠন নিয়ে সেরকম বিতর্ক নেই। মোটামুটি বর্তমান সময়ে রাজ্যের

সেরারাই সুযোগ পেয়েছে। সমস্যা একটাই, তিন পেশাদার ক্রিকেটার। স্পষ্টই বলা যায়, বিগত কয়েক বছরে এত খারাপ মানের পেশাদার ক্রিকেটার আনা হয়নি। তামিলনাড়ু বা কর্ণাটকের হয়ে রাহিল বা পবন-রা এক সময় হয়তো খেলেছে, কিন্তু বয়স তখন তাদের সাথে ছিল। সেই সাথে ছিল একটা উচ্চাশা। বর্তমানে বয়সও তাদের সাথে নেই। উচ্চাশাও নেই। সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে তাদের। খেলতে হয় বলে খেলা। এই ধরনের ক্রিকেটারদের কোন ক্রিকেটিয় যুক্তির বিচারে ত্রিপুরার জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্যই কোটি টাকার প্রশ্ন এবং রহস্যময়ও বটে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বক্তব্য হলো, এই মানের পেশাদারদের চেয়ে স্থানীয় ক্রিকেটারদের খেলালে ফলাফল আর কতটুকু খারাপ হতো? ব্যাটিং

অর্ডারে সেরা জায়গাগুলি দখল করে রয়েছে পবন এবং সমিত-রা। বোলিং বিভাগেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাহিল-কে। সেখানে বঞ্চিত হচ্ছে স্থানীয় বোলাররা। চার প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেলতে হলে সঠিক দল গঠন এবং সব ক্রিকেটারকে সমান নজরে দেখা অত্যন্ত জরুরি। টিম ম্যানেজমেন্ট সেটা কতটা পারবে সেটাই ত্রিপুরার ফলাফল ঠিক করবে। চার প্রাক্তন রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে খেলা মানে একদিকে যেমন একটা চ্যালেঞ্জ তেমনি ক্রিকেটারদের সামনেও নিজেদের প্রমাণ করার একটা সুবর্ণ সুযোগ। এই ধরনের বড় ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরতে পারলে স্থানীয়দের সামনে আরও বড় সুযোগ চলে আসবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা সেই প্রত্যাশাই করছে।

আজ মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনাল

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : টিসিএ-র আমন্ত্রণমূলক মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনাল আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। টুয়েন্টি-২০ ফরম্যাটের দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। প্রাথমিক পর্বে অনেক ম্যাচেই অসম লড়াই দেখা গেছে। ২০ ওভারে সাকুলো ১০ বা ২০ রান উঠেছে এমন ম্যাচের সংখ্যাও কম নয়। তবে এতে বিশেষজ্ঞরা মোটেই অবাক হননি। সাধারণভাবে মহিলা ক্রিকেটে চার-পাঁচটি দল জোগাড় করাই কঠিন। সেখানে টিসিএ পিসি সরকারের মতো ম্যাজিক দেখিয়ে অনেকগুলি দল জোগাড় করে ফেলেছে। একসময় রাজ্য মহিলা ক্রিকেটের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা একজন জানিয়েছেন, সবমিলিয়ে রাজ্যে কতজন মহিলা ক্রিকেটার রয়েছে এই সংখ্যাটাও তো টিসিএ-র জানা নেই। যেসব মেয়েদের এবার আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে খেলতে দেখা গেছে তাদের কাউকে অতীতে কোথাও খেলতে দেখা যায়নি। রাতারাতি কি করে তারা ক্রিকেটার হয়ে গেলো? যে কেউ কি শিক্ষা ছাড়াই ক্রিকেট খেলতে পারে? একটি কঠিন এবং টেকনিক্যাল গেম ঠিকভাবে না শিখে খেলতে নামলে ২০ ওভারে ১০ রানই তো উঠবে। কতগুলি

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

আজ শুরু সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের সুপার সিল্কা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের সুপার সিল্কা আগামীকাল থেকে শুরু হবে। তিনটি গ্রুপে ১৩টি দলকে প্রাথমিক পর্বে রাখা হয়েছিল। প্রতি গ্রুপের প্রথম দুইটি দলকে নিয়ে শুরু হতে চলেছে সুপার সিল্কা। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে মুখোমুখি হবে চাম্পামুড়া এবং ক্রিকেট অনুরাগী। প্রাথমিক পর্বে দুরন্ত খেলেছে চাম্পামুড়া।। প্রতিটি ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে সাবলীলভাবে উড়িয়ে দিয়েছে। অর্কজিৎ সাহা সহ একাধিক ব্যাটসম্যান শতরানের মুখ দেখেছে। বলা যায়, ব্যাটিং-ই দলের প্রধান শক্তি। প্রধান ভরসা অবশ্যই অর্কজিৎ। দুইটি শতরান করেছে। এছাড়া একটি ম্যাচে ৯৯ রানে অপরাজিত এবং অপর একটি ম্যাচে অর্ধশতরান করেছে। রীতিমত রানের ফোয়ারা বইয়ে চলেছে দলের ব্যাটসম্যানটি। পাশাপাশি দলের অন্যান্য ব্যাটসম্যানরাও বেশ ভালো খেলছে। রাজ্যের প্রথম কোটিং সেন্টার হলো ক্রিকেট অনুরাগী। অজস্র ক্রিকেটার তুলে এরাগেছে তারা। আগামীকালের ম্যাচে আপাততভাবে মনে হতে পারে চাম্পামুড়াই ফেভারিট। তবে হিসাব উল্টে দিতে পারে অনুরাগীও। এদিকে, নিপকো মাঠে জিবি বনাম মডার্ন সিএ এবং পিটিএজি-তে এনএসআরসিসি বনাম এডিলগর পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

টেস্ট জিতেও শান্তি

কেপটউন, ১ জানুয়ারি।। প্রথম এশীয় দল হিসেবে সেম্ফুরিয়নে টেস্ট জিতেও শান্তির মুখে পণ্ডতে হল ভারতীয় দলকে। মছর খেলিৎয়ের জন্য জরিমানা করা হয়েছে বিরাট কোহলিদের। তার থেকেও বড় কথা, আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট কাটা গিয়েছে ভারতের। প্রথম টেস্ট শেষে ম্যাচ রেফারি আন্ড্রু পাইক্রফট ভারতের বিরুদ্ধে জরিমানার নির্দেশ দেন। কোহলি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনও আবেদন না করায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি। আইসিসি আচরণবিধির ২.২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতি ওভার দেরি হলে জরিমানা হিসেবে সংশ্লিষ্ট দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ কেটে নেওয়ার। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ১৬.১১ ধারা অনুযায়ী প্রতি ওভার মছর খেলিৎয়ের জন্য দোষী প্রমাণিত হলে ১ পয়েন্ট করে কাটা হতো। সেই নিয়মে কোহলিদের ১ পয়েন্ট কাটা হয়েছে। অসংখ্য ক্রিকেটার ম্যাচ হলেও পরোয়ের শতাংশের হিসেবে বিশাল কিছুপরিবর্তন হয়নি স্কেহলিদের।ফল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অলিকায় চার নম্বরেই রয়েছে ভারত।

শিরোপা অর্জন করলো আমজাদনগর



প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শিরোপা অর্জন করলো আমজাদনগর স্কুল। লো-স্কোরিং ম্যাচে তারা ২১ রানে হারিয়ে দিলো বিজিইএমএস-ই। প্রতিযোগিতায় আগাগোড়া ভালো খেলে আসা বিজিইএমএস-ই ফাইনালে ফেভারিট ছিল। তবে আসল সময়ে বাজিমাত করলো আমজাদনগর।

বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন দুই দলের বোলাররাই দাপট দেখালো। টমে জিতে বিজিইএমএস প্রথমে আমজাদনগরকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। গুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তারা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেটের পতন ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৪.২ ওভারে মাত্র ৫৫ রান করতে সক্ষম হয় আমজাদনগর স্কুল। দলের হয়ে মহম্মদ কামরুল হোসেন ১৫ রান করে। বিজিইএমএস-র হয়ে ৪টি

করে উইকেট নিয়েছে মানিক সরকার এবং দীপজয় রায়। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার কবলে পড়ে বিজিইএমএস। ১৭ ওভারে মাত্র ৩৪ রানে তারা অলআউট হয়ে যায়। ফলে ২১ রানে ম্যাচ জিতে শিরোপা অর্জন করে আমজাদনগর স্কুল। তাদের হয়ে দূরন্ত বোলিং করলো সরজাত হোসেন হাদয়। তুলে নেয় ৬টি উইকেট। এছাড়া ইউনুস নবি-র দখলে যায় ২টি উইকেট।

হার না মানা মনোভাবই অর্কজিৎ-র পুঁজি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াটাই এক জনকে প্রকৃত সাফল্যের রাস্তাটা চিনিয়ে দেয়। অর্কজিৎ দাস-র ক্ষেত্রেও এমনটা বলা যায়। ভুল থেকে শুধু শিক্ষা নেওয়া নয়, ভুলটা যতক্ষণ না শোধরাতে পারছে একটা অসম্ভব জেন চেপে বসে তার মধ্যে। যেভাবেই হোক আর এই ভুল করবো না। এই জেদ এবং হার না মানা মনোভাবকে পুঁজি করেই এগিয়ে চলেছে রাজ্যের প্রতিভাবান ক্রিকেটার অর্কজিৎ দাস। সদ্যসমাপ্ত কোচবিহার ট্রফিতে রাজ্য দলের শোচনীয় পারফরম্যান্ডের মধ্যেও যে কয়জন অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছে তার অন্যতম অর্কজিৎ। বরাবরই জীবনের পছন্দের জায়গা ২২ গজ। বাবা অভিজিৎ দাস শুধু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন এমন নয়, বেশ দাপটের সাথেই রাজ্য দলে নিজের জায়গাটা পাকা করে রেখেছিলেন। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে বাবার সাথে নিয়মিত মাঠে আসতো অর্কজিৎ। আস্তে আস্তে বাবার পছন্দের ২২ গজই তার থ্যান-জ্ঞান হয়ে গেলো।

রাজনগর মানেই ক্রীড়া জগৎ-র আঁতুড়ঘর। অসংখ্য ক্রিকেটার এবং ফুটবলার উপহার দিয়ে রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-কে সমৃদ্ধ করেছে রামনগর। এই রামনগরই ফের উপহার দিলো অর্কজিৎ দাসের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে। বয়স মাত্র ১৯। এর টিসিএ-তো টিসিএ-র কর্তাররা নাকি ব্যক্তিগত কাভার মেনে নিয়েছে। এই রামনগরই ফের উপহার দিলো অর্কজিৎ দাসের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে। বয়স মাত্র ১৯। এর টিসিএ-র বর্তমান কমিটি এবার ভাড়া বর্তমান কমিটির কাছে নিয়ে বিসয়ই নয়। জানা গেছে, বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয় হিসাব যেমন পাস করা হয় তেমনি চলতি বছরের বাজেট অনুমোদন হয়। যেহেতু ভিসেম্বর মাসে টিসিএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা হয়নি তাই ২০২০ সালের আয়-ব্যয় হিসাব যেমন পাস হয়নি তেমনি ২০২১ সালের বাজেট। টিসিএ-তে এই অনিয়ম অবশ্য নজিরবিহীন বলে দাবি। এদিকে, বাজেট চূড়ান্ত না হলে ক্লাব ও মহকুমাগুলির বার্ষিক অনুদান যেমন চূড়ান্ত হবে না তেমনি সদরের কোটিং সেন্টার এবং মহিলা ক্রিকেটের দলগুলির এককালীন অনুদানও চূড়ান্ত হবে না। এছাড়া বাজেট না হলে অনেক খরচ আটকে যেতে পারে। তবে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি

স্টেডিয়ামে অসম-র বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে ত্রিপুরাকে দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছিল। তার বোলিং স্পেল ছিল --- ১৪ ওভার, ৭ মেডেন, ২০ রান এবং ৫ উইকেট। সোজাসাপটা অর্কজিৎ-র কথায়, তার কাছে আগে দল, তারপর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স। কয়েকদিন আগে কোচবিহার ট্রফিতে দিল্লির পালাম ময়দানে অজ্ঞপ্রদেশের বিরুদ্ধে ফের তুলে নেয় ৫ উইকেট। কোচবিহার ট্রফিতে ৪ ম্যাচে ৭২ ওভার বল করে তুলে নেয় ১০ উইকেট। ১.৮৬ গড়ে রান দিয়েছে অর্কজিৎ। মেডেন পেয়েছে ২৫টি। তার এই পারফরম্যান্ডই প্রমাণ করে রান আটকানা এবং উইকেট নিতে কতটা দক্ষ। ব্যাটসম্যান হিসাবেও সহজাত স্ট্রোক প্লে-র অধিকারী অর্কজিৎ। তার একটা আক্ষেপ, দলের প্রয়োজনে রান করতে পারিনি। আগামী দিনে ব্যাটিং নিয়ে আরও পরিশ্রম কর বো। খেলার পাশাপাশি পড়াশোনা নিয়ে অবহেলা করে না অর্কজিৎ। হলিক্রস স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বর্তমানে ইংরেজি আর্নস্ট স্কুলে পড়ছে। প্রিয় বোলার থেম সোয়ান। প্রিয় ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। হার না মানা মনোভাবের অর্কজিৎ-কে আটকে রাখা সম্ভব নয় ---এটাই বলছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। প্রতিভা একদিন তার সঠিক বিচ্ছুরণ ঘটাবে। এটাই প্রমাণ করে চলেছে অর্কজিৎ। সব ঠিকভাবে এগোলে রাজ্য পেতে চলেছে একজন প্রথম সারির অলরাউটারকে।

ক্লাব ও মহকুমার ভূমিকায় রহস্য

বছর গেলেও টিসিএ-তে হয়নি দলবদল, বার্ষিক সভা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : টিসিএ-র যে ইতিহাস তাতে প্রতি বছর ভিসেম্বর মাসেই সংস্থার (টিসিএ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি এবার ম্যাচ বর্জন ভিসেম্বর মাসে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনে। জানা গেছে, বার্ষিক সাধারণ সভার নাকি কোন প্রস্তুতিই ছিল না টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৮ মাস যেভাবে চলে আসছে তারপর সময়মতো বা প্রতি বছর যে সময়ে যে কাজ এতদিন হতো তা এখন না হওয়া বা অবাক করার মতো ঘটনা নয়। কেননা আগে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদল হতো। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব আসার পর ২০২০ সালে যেমন ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদল হয়নি তেমনি টিসিএ-তে যোগ দিলেও তারা টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি

টিসিএ-র যে নিয়ম তাতে দলবদল ছাড়া ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট সম্ভব নয়। ফলে দলবদল না হওয়ায় ২০২০ সালে যেমন কোন ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট হয়নি তেমনি ২০২১ সালেও। সুতরাং টিসিএ-র নিয়ম ভাঙা বর্তমান কমিটির কাছে বিসয়ই নয়। জানা গেছে, বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয় হিসাব যেমন পাস করা হয় তেমনি চলতি বছরের বাজেট অনুমোদন হয়। যেহেতু ভিসেম্বর মাসে টিসিএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা হয়নি তাই ২০২০ সালের আয়-ব্যয় হিসাব যেমন পাস হয়নি তেমনি ২০২১ সালের বাজেট। টিসিএ-তে এই অনিয়ম অবশ্য নজিরবিহীন বলে দাবি। এদিকে, বাজেট চূড়ান্ত না হলে ক্লাব ও মহকুমাগুলির বার্ষিক অনুদান যেমন চূড়ান্ত হবে না তেমনি সদরের কোটিং সেন্টার এবং মহিলা ক্রিকেটের দলগুলির এককালীন অনুদানও চূড়ান্ত হবে না। এছাড়া বাজেট না হলে অনেক খরচ আটকে যেতে পারে। তবে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি

অনেক কিছুই নিয়ম না মেনে করে চলেছে। বাজেট অনুমোদন হওয়ার আগেই নাকি টিআইটি মাঠের ক্রিকেটে স্টেডিয়ামের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, টিসিএ কেন ভিসেম্বর মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে পারেনি? প্রাপ্ত সব্বাদে প্রকাশ, বর্তমান কমিটির কর্তাদের ব্যক্তিগত কাজ ব্যস্ত থাকায় টিসিএ-র অনেক কাজই সময়মতো হয়নি। এদিকে, টিসিএ-তে সময়মতো দলবদল না হওয়া, সময়মতো বার্ষিক সাধারণ সভা না হওয়া বা দুই বছর ধরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ না হওয়ার ঘটনা নিয়ে টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কোন তৎপরতা নেই বলেও অভিযোগ। বর্তমান সময়ে টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলে ৮ জন ক্লাব প্রতিনিধি এবং ৮ জন মহকুমা প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু তারপরও না ক্লাবগুলির স্বার্থ তারা কেউ দেখছে না মহকুমাগুলির স্বার্থ। অভিযোগ, এই টিসিএ-তে বেড়াতে আসা হচ্ছে ক্লাব ও মহকুমার প্রতিনিধিদের।

অযোগ্যদের হাতেই কমিটি রাজ্যে বাল্কেটবল আজ মৃতপ্রায়

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : নাভেই যা রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা। অভিযোগ, রাজ্যের বেশ কিছু স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা তাদের নামের আগে ‘ত্রিপুরা’ ব্যবহার করলেও বছরের পর বছর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম আগরতলাকেন্দ্রীক। যদিও খোদ রাজধানী আগরতলাতেও এখন এই সমস্ত ইভেন্টের খেলাধুলা প্রায় সীমিত। যেমন বাল্কেটবল, হকি, কাবাডি, খো খো, সুইমিং। ক্রীড়া মহলের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে এই সমস্ত ইভেন্টের তেমন কোন খেলাধুলা খোদ শহর আগরতলাতে বন্ধ। যেখানে খোদ রাজধানী আগরতলা শহরেই এই সমস্ত ইভেন্টের খেলাধুলা প্রায় বন্ধ সেখানে মহকুমাতে এই সমস্ত ইভেন্টের খোঁজ পাওয়াই তো মুশকিল। যদিও একটা সময় এই শহরের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ছিল বাল্কেটবল। এনএসআরসিসি-র দুইটি বাল্কেটবল কোর্টে ভ্রমজমাট খেলা হতো। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু বড় খেলাও তখন হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এনএসআরসিসি-তে কোন বাল্কেটবল কোর্ট আর নেই। জানা গেছে, বাম আমলে ক্রীড়া পর্যদের উদ্যোগে এবং বাম সংসদ শব্দকর দত্ত-র সাংসদ তহবিলের টাকায় নেতাঞ্জি স্কুল মাঠে একটি বাল্কেটবল কোর্ট করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের পর গুই বাল্কেটবল

কোর্ট নির্মাণের কোন খবর নেই। তবে আসল সমস্যা হচ্ছে, বাল্কেটবলের কমিটি দেশখল হয়ে যওয়া। বর্তমান সময়ে যাদের দখলে বাল্কেটবল ফেডারেশনের অনুমোদন তাদের রাজ্যে কেন এই শহরেই কোন সংগঠন বা পরিচিতি নেই। কাগজ-কলমে যিনি সভাপতি তিনি তো কলকাতার বাসিন্দা। যিনি সচিব তিনি তো কাগজেই সচিব। বাল্কেটবলের আসল যারা লোকজন তারা কেউ নেই। একজন সাই-র প্রাক্তন কোচ যিনি সংস্থারপঞ্জী তিনিই নাকি আসল। তবে এদের কোন

আজ মহিলা ফুটবল নিয়ে বৈঠক

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : মহিলা লিগ কমিটির একটি বৈঠক আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় টিএফএ অফিসে হবে এই বৈঠক। টিএফএ-র কমিটির সমস্ত সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলির প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মূলতঃ মহিলা ফুটবল নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। টিএফএ-র মহিলা লিগ কমিটির সচিব পাশ সারথী গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সংগঠন না থাকায় বাল্কেটবল আজ মৃতপ্রায়। সম্প্রতি শিলং-এ জাতীয় সিনিয়র পূর্বাঞ্জ বাল্কেটবলে ত্রিপুরার ভরাডুবি হয়েছে। তবে তার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে, এরাজে বাল্কেটবল আজ মৃত। আগরতলা শহরে আজ বাল্কেটবল কোর্টের সংখ্যাও অতি নগণ্য। তবে বাল্কেটবলের এই পতনের জন্য রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ, ক্রীড়া দফতর এবং বাল্কেটবলের দুইটি কমিটিও দায়ী। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে যাদের হাতে ফেডারেশনের অনুমোদন তাদের নাকি আগরতলাতে শুধু নয়, গোটা রাজ্যে কোন সংগঠন নেই। তাদের নাকি ক্ষমতা নেই আগরতলায় কোন মিট করার। ফলে বছরের পর বছর কোন রাজ্যভিত্তিক বা ক্লাবভিত্তিক বাল্কেটবল মিট হচ্ছে না। তবে অভিভাবক মহলের দাবি, যদি দেশে জনপ্রিয়। কিন্তু ব্যতিক্রম বাল্কেটবলের দুইটি গোষ্ঠী এক হয়ে নতুন কমিটি গঠন করে কাজ করে তাহলে হয়তো পরিস্থিতি বদল হতে পারে। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারেন ক্রীড়ামন্ত্রী, বাল্কেটবল এখনও দেশে জনপ্রিয়। কিন্তু ব্যতিক্রম ত্রিপুরায়। শুধুমাত্র দুইটি গোষ্ঠীর কেন্দ্রলে বাল্কেটবল আজ মৃত। এই অবস্থায় দুইটি গোষ্ঠীর উচিত এক সাথে বলে বাল্কেটবলের কথা চিন্তা করা। তবে ক্রীড়া পর্যদের ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে থাকার জন্যই নাকি রাজ্যের কমিটির সচিব পাশ সারথী গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খেতাব অর্জন করলো বিবেকানন্দ স্কুল



প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জানুয়ারি : কবি নজরুল বিদ্যাভবনকে হারিয়ে খেতাব অর্জন করলো বিবেকানন্দ স্কুল। তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনাল এদিন অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে খুব সহজেই

জয় পেয়ে খেতাব অর্জন করে বিবেকানন্দ স্কুল। গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে মহকুমার ১১টি স্কুলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এই দুই সপ্তাহের মধ্যে খেলা মানে একটা আলাদা উদ্ভেজনা। ফাইনাল ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবি নজরুল বিদ্যাভবন ৪০ ওভারে ৯২

রান করতে সক্ষম হয়। এই রান তুলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে বেগ পেতে হয় নি বিবেকানন্দ স্কুলকে। কোভিড-র কারণে অনেক দিন ফুটবল প্রেমীরা। আরও একটি সাধারণ ম্যাচের মতোই দেখছে এই ম্যাচকে। তবে টিএফএ-কে সতর্ক থাকতে হবে। দুই দলেরই একটা বড় সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে। যে কোন সময় তারা একটি সাধারণ ম্যাচকেও নিজেদের অভ্যবৃত্তি দিয়ে অসাধারণ করে তুলতে পারে। দুই দলের কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন? সূতরাং বীহেস্ত ক্লাবের এক অসমিয়া ফুটবলার তবু কিছুটা প্রতিভা

আজ সেমি-তে উঠার লড়াইয়ে লালবাহাদুর, এগিয়ে চল

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : ফরোয়ার্ড ক্লাব, বীরেন্দ্র ক্লাব এবং জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই রাখাল শিল্ডের সেমিফাইনালে উঠে গেছে। চতুর্থ দল হিসাবে কারা সেমিফাইনালে উঠবে সেটা ঠিক হবে আগামীকাল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ। ভিনরাজ্য এবং বিদেশি সমৃদ্ধ দুইটি লড়াই কতটা উপভোগ্য হবে তা নিয়ে অবশ্যই একটা সংঘর্ষ রয়েছে। প্রথম কথা হলো, রাজ্যে স্থানীয় ফুটবলারদের মান অনেকটা কমে গেছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে যাদের আনা হয় তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই সাধারণ মানের ফুটবলার। বিদেশি ফুটবলাররা হঠাৎ হঠাৎ ক্লিক করে।

কিন্তু অধিকাংশ সময় তারাও সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। একটা সময় এগিয়ে চল সংঘ-র কর্ণধার হিসাবে অনল রায় চৌধুরী অনেক উন্নতমানের ফুটবলারদের আগরতলার ময়দানে খেলিয়েছিলেন। কিরণ খোসাই, জেমস সিং, রঞ্জন মাধি-র মতো ফুটবলাররা কলকাতার তিন প্রধানে বিভিন্ন সময় দাপিয়ে খেলেছিলেন। তাদেরকেই আগরতলায় ময়দানে এগিয়ে চল সংঘ-র জার্সি পরিয়ে চমকে দিয়েছিলেন অনল রায় চৌধুরী। সেই মানের ফুটবলার এখন আর রাজ্যে আসে না। বলা যায়, ক্লাব কর্তাদের চোখে সঠিক প্রতিভা ধরাই পড়ে না। ফলে সিংহভাগ ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়ের সাথে স্থানীয়দের

কোন পার্থক্যই থাকে না। তাই লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ-র লড়াই কতটা উপভোগ্য হবে সেটা বড় প্রশ্ন বটে। দুইটি দলেই বেশ কয়েকজন স্থানীয় ভালো মানের ফুটবলার রয়েছে। তবে দুই দলের চার বিদেশি ফুটবলারকে নিয়ে সংশয় থাকবেই। প্রথম দর্শনেই তারা কতটা নজর কাড়তে পারবে? পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়াটা একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই সুযোগটা তারা পায়নি। একই কথা প্রযোজ্য ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের ক্ষেত্রেও। এখনও পর্যন্ত যেসব ভিনরাজ্যের ফুটবলার মাঠে নেমেছে তাদের মধ্যে সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি কেউ। বীহেস্ত ক্লাবের এক অসমিয়া ফুটবলার তবু কিছুটা প্রতিভা

স্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, লোয়ারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলাম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮৩) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



এফিডেভিট

আমি Souman Malakar
পিতা- Late Satyajit
Malakar ঠিকানা-
Latuatilla, Baikhora,
Santirbazar, South
Tripura. আমার নাম
মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক
এর শংসাপত্রে ভুলবশত
Sauman Malakar
প্রকাশিত। গত
২৪-১২-২০২১ ইং তারিখে
নোটারি আদালতের এক
এফিডেভিট মূলে Souman
Malakar এবং Sauman
Malakar একই ব্যক্তি
হিসাবে পরিচিতি হইল।

Flat Booking

Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015

WANTED
BRIDE

"E & I Engineering,
MBA Marketing sales
having over 10yrs ex-
perience with Macon,
Cocola, Siemence.
LPA 10. Sister MVSC
married doctor another
sister MCA B-Ed
teacher convent mar-
ried doctor. Elder
brother SAP working
TCS Sweden based.
Father army colonel
retd veteran,
ancestral house at
Agartala.
8777407691.

LD
ASSISTANT

TPSC পরিচালিত LD
Assistant Cum Typist
পরীক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক
কোর্সিং করানো হবে। অভিজ্ঞ
শিক্ষক দ্বারা গ্রামার সহ En-
glish -এর Exam con-
cept বিস্তারিতভাবে
আলোচনা করা হবে।
Ask - 9089101390
9862231641

পাত্রী চাই

পাত্রী 45 (05-10-1976)।
ক্লারিকেল জব (প্রাইভেট)।
বিশ্বস্ত, সাবাল্ট। M.A পাশ।
কুস্তরাশি, দেবারিগণ। 5 ফুট 10
ইঞ্চি। আগরতলায় বাড়ি।
মাতা— পেনশনার। দুই ভাই।
বিবাহ সম্পর্কীয় যে কোনও
ধরনের বার্তালাপই সরাসরি
পাত্রের সঙ্গে। নো কাস্ট বার।
Mob : 9436485123
(বেলা ১টার পর।)

SPOKEN ENGLISH

ছোটদের (2021-2022),
বড়দের (New Group)
Spoken English এ ভর্তি
চলছে, সঙ্গে Maths,
English, School
Subject- (VII to XII)
SRI KRISHNA
VIGYAN SOCIETY
UNDER ISKCON
T.K. SIL
9856128934

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০
ভরি : ৫৬,১৭৫

আরোগ্য

Chennai,
Hydrabad, Vellur
C.M.C,
Coimbatore,
Kolkata Patient
নিয়ে যাওয়া হয়।
(M) 9774434733

দোকান ঘর

ভাড়া দেওয়া হবে
বটতলায় Rajdhani Mar-
ket -এর নিচতলায় দোকান
ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। রেক,
কাউন্টার সব নতুন করে
সাজানো। আগ্রহী ব্যক্তির
যোগাযোগ করুন।
PH - 9436124093

JOB VACANCY

ভারত সরকার পরিচালিত
একটি বহুজাতিক সংস্থায়
সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে
প্রচুর সংখ্যক যুবক, যুবতী,
রিটার্ডেড ব্যাঙ্ক কর্মচারী বিভিন্ন
পদে নিয়োগ করা হচ্ছে।
যোগ্যতা- H.S.
—ঃ যোগাযোগঃ—
Mob - 7005284688
9862396358

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি
প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ
কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে
বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে
পরিভ্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা,
গুণবিদ্যা কালান্যাদ, মুঠকরণী,
যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

নার্সিং হোমে রোগীর মৃত্যু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১ জানুয়ারি ।।
বেসরকারি নার্সিং হোমে রোগীর
মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেজনা
দেখা দিয়েছে। ঘটনা কল্যাণী
এলাকায় ডা. জীবন নাগের নার্সিং
হোমে। অপারেশন টেবিলেই
পায়ের হাড়ের চিকিৎসা করতে
আসা পুলিশ দাস নামে এক প্রবীণ
বক্তিকে মেরে ফেলার অভিযোগ
উঠেছে। এই ঘটনায় মৃতের
পরিজনদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেজনা
ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙুর চালানো হয়
শহরের কল্যাণী এলাকায় এই নার্সিং
হোমে। খবর পেয়ে ছুটে যায় পূর্ব
ধানার পুলিশও। কিন্তু প্রশাসনের
পক্ষ থেকে নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে
এখন পর্যন্ত কোনও তদন্ত করা হয়নি
বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকী
পুলিশ এসে ঘুরে গেছে, কিন্তু নার্সিং
হোমের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও
ধরনেরই মামলা নেয়নি। নার্সিং
হোমগুলি একের পর এক
কসাইখানায় পরিণত হচ্ছে বলে
অভিযোগ উঠেছে। রোগীদের
চিকিৎসার নামে ব্যাপকহারে টাকা



নেওয়া হচ্ছে। অথচ সরকারি
হাসপাতালগুলিতে সূচ্য পরিষেবা
দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।
সরকারি হাসপাতালে ঠিক মতো
পরিষেবা পেলে রাজ্যের সাধারণ
নাগরিকরা নার্সিং হোমগুলিতে
যাবেন না বলে অনেকের বক্তব্য।
জানা গেছে, মৃত পুলিশ দাসের বয়স
৬৫ বছর ছিল। তার পায়ের একটি
হাড় ভাঙা নিয়ে ডা. জীবন নাগের
চেষ্টার গিয়েছিলেন। সাত দিন
ধরেই তিনি চিকিৎসা করাছিলেন
এই নার্সিং হোমটিতে। চাম্পানুড়া
থেকে প্রত্যেকদিন আসা যাওয়া
করে জীবন নাগের অর্থেক্ষার
অ্যান্ড রিলেটেড সেন্টারে চিকিৎসা
করানো হচ্ছিল পুলিশের। তার সঙ্গে

দুই ছেলে এবং ছোট মেয়েও
আসতেন। মৃতের এক ছেলে
জানিয়েছেন, ডা. জীবন নাগ
বলেছিলেন পায়ের অপারেশন
করতে হবে। এই জন্য ৬৫ হাজার
টাকা লাগবে। এছাড়া যতদিন নার্সিং
হোমে থাকবেন প্রত্যেকদিন শয্যা
ভাড়া হিসাবে ২ হাজার টাকা করে
দিতে হবে। প্রত্যেকদিন রক্ত পরীক্ষা
এবং ওষুধ-সহ বাড়ি টাকা
লাগবে। অপারেশনের পর সব
স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে ডা. জীবন
নাগের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা
চিকিৎসা করতে রাজী হয়েছিলাম।
শনিবার সকালে অপারেশন টেবিলে
নেওয়ার সময় বাবার সঙ্গে কথাও
হয়েছিল। তিনি স্বাভাবিক ছিলেন।
● এরপর দুইয়ের পাতায়

শহরে রক্তাক্ত

যুবক উদ্ধার

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১ জানুয়ারি ।।
বটতলায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক
যুবককে উদ্ধার খিরে চাঞ্চল্য তৈরি
হয়েছে। শনিবার সকালে
উডালপুলের কাছে রক্তাক্ত অবস্থায়
এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন
এলাকাবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গেই
দমকলের একটি গাড়ি এসে আহত
যুবককে উদ্ধার করে আইজিএম
হাসপাতাল নিয়ে যায়। তার নাম হরি
দেবনাথ, বাড়ি ভট্টপুকুর এলাকাতে।
তবে কিভাবে এই যুবক জখম
হয়েছে তা বলতে পারছেন না
● এরপর দুইয়ের পাতায়

হোস্টেলে ছাত্রীর মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
শান্তিরবাজার, ১ জানুয়ারি ।।
বিদ্যালয়ের হোস্টেলে ছাত্রীর বুলন্ত
মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য
ছড়ায় শান্তিরবাজার মহকুমার
বীরচন্দ্র মনু এলাকায়। মৃতার নাম
কোয়েলিকা ত্রিপুরা। সে সপ্তম
শ্রেণিতে পাঠরতা ছিল। বীরচন্দ্র মনু
শহিদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের
হোস্টেলে এদিন তার সহপাঠীরা
প্রথম বুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়।
ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীরা
বিদ্যালয়ে চলে গেলেও একমাত্র
কোয়েলিকা ক্লাসে যাননি। এদিকে
উপরের ক্লাসের ছাত্রীরা হঠাৎ
কোয়েলিকার ঘরে দেখতে পায়

দরজা বন্ধ। বিষয়টি নিয়ে তাদের
সন্দেহ জাগে। তারা তখন জানালা
দিয়ে দেখতে পায় ঘরের ভেতরে
তার বুলন্ত মৃতদেহ। ছাত্রীরা চিৎকার
জুড়ে দেয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন
গিয়ে
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খবর জানায়।
শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঘটনাস্থলে এসে
মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া
হয় মনপাথর ফাঁড়ির পুলিশকে।
পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ
উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য
শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে
পাঠায়। জানা গেছে, ওই ছাত্রীর
বাড়ি জেলাইবাড়ির কোয়াইফাং
● এরপর দুইয়ের পাতায়

NEAR TRIPURA UNIVERSITY SURYAMANINAGAR
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে সূর্যমণিনিগর
ঘর এক মন্দির

এম/এস এসিডি গ্রুপ সার্ভিসেস
প্রপঃ শ্রী অমল্য চন্দ্র দাস এর প্রথম নিবেদন
M/S ACD GROUP SERVICES
PROP. AMULLYA CHANDRA
DAS OFFERS YOU

Ghar Ek Mandir
Ask - 8119813712/
9862025244/ 9436122756

Flat Sale
1st Floor 2 BHK
Per flat 5 lac Discount
Upto 15th January

P.S. TAX CONSULTANCY

INCOME TAX & GST SERVICES

CONTACT :
PRANAB SUTRADHAR
Ramthakur Sangha, Near V2 Shopping
Mall, Agartala, Tripura (W), Pin-799001
E-mail : pstaxagt@gmail.com
M : 9402171812 / 8787625417

চক্ষু চিকিৎসা

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant,
LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।
ক্লিনিকঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে।
সময়ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
রবিবারঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা
ঃ যোগাযোগঃ
8583948238, 9436124910, 0381-2324435

Directorate of Information Technology
Government of Tripura

মুখ্যমন্ত্রী যুব
যোগাযোগ
যোজনা
(MYYY) প্রকল্প
স্মার্ট ফোনের জন্য অনুদান

যোগ্যতার মানদণ্ড

ত্রিপুরার যেকোনো সরকারি
কলেজ / প্রতিষ্ঠান / বিশ্ববিদ্যালয়ে
যেসব শিক্ষার্থীরা ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে
(২০২১-২২ অর্থবর্ষে) স্নাতক ডিগ্রিতে
শেষ বর্ষের কোর্স করেছেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

- আবেদনকারীর ছবি
- আধার কার্ড
- রেশন কার্ড
- ব্যাঙ্কের পাসবুক
- স্মার্টফোন কেনার রশিদ (অধ্যক্ষ /
প্রতিষ্ঠানের প্রধানের যথাযথ স্বাক্ষর সহ)
- আগের বছর / সেমিস্টার পাস করার
মার্কশিট

সময়সীমা

৬ ডিসেম্বর ২০২১ - ৭ জানুয়ারি ২০২২ ICA-D-1575 - 2021-22

Visit: <https://bms.tripura.gov.in>

তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া

- লগঅন করুন-<http://bms.tripura.gov.in>
- ক্লিক করুন "CITIZEN" ট্যাবে।
- ক্লিক করুন "BENEFICIARY SCHEME"
- ক্লিক করুন "মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনা"
প্রকল্পের অংশে "ENROLL"-এ।
- ই-মেইল আই.ডি. আর মোবাইল নম্বর দিয়ে
নিবন্ধন বা রেজিস্টার করুন।
- নিবন্ধন করা ই-মেইল আই.ডি./মোবাইল নম্বর
দিয়ে সিটিজেন পোর্টালে লগইন করুন এবং
ও.টি.পি. ব্যবহার করুন।
- অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করুন, প্রয়োজনীয়
নথিপত্রের স্ক্যান করা কপি আপলোড করুন
এবং জমা বা সাবমিট করুন।
- আপলোড করা নথিপত্রের কপি এবং সিস্টেম
থেকে পাওয়া স্বীকৃতিপত্র বা একনলেজমেন্ট
স্লিপে আবেদনকারীর স্বাক্ষর সহ স্ব-প্রতিষ্ঠানে
জমা দিন।



তোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ই-মেইল করুন:

myy.yojana@gmail.com



কাবেরী হাসপাতাল চেন্নাই

অর্থোপেডিক্স ও স্পাইন স্পেশালিটি ক্লিনিক

৮ ও ৯ জানুয়ারি, ২০২২

শনিবার ও রবিবার

কাবেরী ইনফরমেশন
সেন্টার

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল,
লোক চৌমুহনী বাজার,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের
জন্য কল করুনঃ ৬৯০৯৯৮৯২৯০

ডা. কীর্তিভাসন

এম.বি.বি.এস. এম.এস (অর্থো), ডি.এন.বি, ফেলো ইন স্পাইন সার্জারী,
কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড স্পাইন সার্জন।
কাবেরী হাসপাতাল, চেন্নাই

আপনার কি আগ্রহিটিস, জয়েন্ট ডিসডার, ট্রমা, ফ্র্যাকচার রিপেয়ার, স্পোর্টস মেডিসিন,
নূনতম আক্রমণাত্মক আর্থ্রোস্কোপিক লিগামেন্ট মেরামত, আর্থ্রোপ্লাস্টিক, হাঁটু এবং নিতম্ব
প্রতিস্থাপন বা অন্য কোনও অর্থোপেডিক।

কনসালট্যান্ট স্পাইন সার্জন।
• মেরুদণ্ডের বিকৃতি • অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের দীর্ঘ মেদারী যন্ত্রণাদায়ক বাত ব্যাধি
মেরুদণ্ডের ব্যথা ও আড়ম্বস্ততা • মেরুদণ্ডে সংক্রমণ ও টিউমার • জন্মগত ও
বার্ষিক্যজনিত মেরুদণ্ডের সমস্যা • মেরুদণ্ডের ডিস্ক সমস্যা • মেরুদণ্ড স্থিরকরণ
প্রক্রিয়া • আধুনিক ও উন্নতমানের মেরুদণ্ডের শল্যচিকিৎসা।

ভরতবর্ষের খ্যাতনামা চেন্নাইয়ের কাবেরী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের
বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আগরতলা আসছেন।